বাংলাদেশ (মনোগ্রাম) গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, এপ্রিল ১৬, ২০০১

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৬ই এপ্রিল, ২০০১/৩রা বৈশাখ, ১৪০৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৬ই এপ্রিল, ২০০১ (৩রা বৈশাখ, ১৮০৮) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ-

২০০১ সনের ১৮নং আইন

বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এবং টেলিযোগাযোগ সেবার উন্নয়ন ও দক্ষ নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে একটি স্বাধীন কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং আনুষংগিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধানকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং টেলিযোগাযোগ সেবা নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে একটি স্বাধীন কমিশন প্রতিষ্ঠা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা, কার্যাবলী ও দায়িত্ব কমিশনের নিকট হস্তান্তর এবং আনুষংগিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ

প্রথম অধ্যায়
প্রাথমিক বিষয়াদি

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ।-(১) এই আইন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

২ । সংজ্ঞা ।-বিষয় বা প্রসঙ্গের প্রয়োজন ভিন্নরূপ না হইলে, এই আইনে-

(১) "আগ্রহী পক্ষ" অর্থ বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ উন্নয়ন বা টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন বা পরিচালনা বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারী বা লাইসেন্সের আওতায় গৃহীতব্য অন্য কোন কর্মকান্ড সম্পর্কে আগ্রহী কোন ব্যক্তি ;

(২) "আন্তঃসংযোগ (Interconnection)" অর্থ একাধিক টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের দৃশ্য (physical) বা অদৃশ্য বা যৌক্তিক (logical) সংযোগ যাহার ফলে এইরূপ একটি নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীগণ তাহাদের নিজেদের মধ্যে বা অন্য কোন নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীগণের সহিত যোগাযোগ করিতে বা উক্ত অন্য নেটওয়ার্কের সেবা পাওয়ার সুযোগ লাভ করিতে পারে;

(৩) "কমিশন" অর্থ ধারা ৬ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কমিশন;

(৪) **"কমিশনার"** অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান বা অন্য কোন কমিশনার;

(৫) **"কর্মচারী"** বলিতে কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত ;

(৬) **"ক্ষতিকর প্রতিবন্ধকতা"** অর্থ নির্গমন (emission), বিকিরণ (radiation) বা আবেশের (induction) ফলে সৃষ্ট তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির এমন বিরূপ প্রভাব যাহা -
(ক) বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যবহার বা কার্যক্ষমতাকে বিপন্ন করে ; অথবা

(খ) বেতার যন্ত্রপাতির ব্যবহার বা কার্যক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস বা বাধাগ্রস্ত করে, অথবা উক্ত ব্যবহারে বা কার্যক্ষমতায় বিচ্যুতি ঘটায় ;

(৭) **"কারিগরী গ্রহণযোগ্যতা সনদ"** অর্থ ৫৭ ধারার অধীনে কমিশন প্রদত্ত কারিগরী গ্রহণযোগ্যতা সনদ ;

(৮) **"গ্রাহক"** অর্থ যে ব্যক্তি কোন পরিচালনকারীর নিকট হইতে টেলিযোগাযোগ সেবা গ্রহণ করেন ;

(৯) **"চেয়ারম্যান"** অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান ;

(১০) **"চার্জ"** অর্থ এই আইনের অধীনে কমিশন বা পরিচালনকারী প্রদত্ত সেবা বাবদ প্রদেয় চার্জ ;

(১১) **"টেলিযোগাযোগ"** অর্থ কোন কথা (speech), শব্দ (sound), চিহ্ন, সংকেত, লেখা, দৃশ্যমান প্রতিকৃতি বা অন্যবিধ যে কোন ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক অভিব্যক্তিকে তড়িৎ, চুম্বক-শক্তি, তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তি, তড়িৎ-রাসায়নিক বা তড়িৎযান্ত্রিএক শক্তি ব্যবহারক্রমে তার, নল, বেতার অপটিক্যাল বা অন্যকোন তড়িৎ-চুম্বকীয় বা তড়িৎ-রাসায়নিক বা তড়িৎ-যান্ত্রিক বা কৃত্রিম উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রেরণ ও গ্রহণ ;

(১২) **"টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি"** অর্থ- টেলিযোগাযোগ অভিব্যক্তিটির সংজ্ঞার আওতায় পড়ে এইরূপ কোন কিছুকে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সাহায্যে প্রেরণ বা গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত যে কোন যন্ত্রপাতি ;

(১৩) **"টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা"** অর্থ টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতির সমন্বিত রূপ (যেমন সুইচিং ব্যবস্থাদি, প্রেরণ যন্ত্রপাতি, প্রান্তিক যন্ত্রপাতি, কৃত্রিম উপগ্রহ ইত্যাদি), এই সকল যন্ত্রপাতি দৃশ্যতঃ পরস্পর সংযুক্ত থাকুক বা না থাকুক বা উহারা একযোগে তথ্য বা বার্তা প্রেরণের কাজে ব্যবহৃত হউক বা না হউক ;

(১৪) **"টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক"** অর্থ এমন একগুচ্ছ সংযোগস্থল (node) এবং সংযোগ লাইন (link) এর সমাহার যাহা দুই বা ততোধিক অবস্থানের মধ্যে টেলিযোগাযোগ স্থাপন করে ;

(১৫) **"টেলিযোগাযোগ সেবা"** অর্থ নিম্নবর্ণিত যে কোন সেবা ঃ

(ক) টেলিযোগাযোগ অভিব্যক্তিটির সংজ্ঞার আওতায় পড়ে এমন কোন কিছুকে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সাহায্যে প্রেরণ বা গ্রহণ ;

(খ) টেলিযোগাযোগ সেবার সম্প্রসারিত সেবা (value added service -যেমন, ফ্যাক্স, ভয়েস মেইল, পেজিং সার্ভিস) ;
(গ) ইন্টারনেট সেবা ;

(ঘ) উপরে (ক) (খ) ও (গ) তে বর্ণিত সেবা ব্যবহারের সুবিধার্থে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কিত অবগতি মূলক বা নির্দেশনামূলক তথ্যাদি সরবরাহ করা ;

(ঙ) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সহিত সংযুক্ত বা সংযোজিতব্য যন্ত্রপাতি স্থাপন বা রক্ষণাবেক্ষণ, অথবা উক্ত যন্ত্রপাতির সমন্বয়সাধন , পরিবর্তন, মেরামত, স্থান পরিবর্তন বা স্থলাভিষিক্তকরণ সংক্রান্ত সেবা ;

(১৬) "ট্যারিফ" অর্থ এই আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের অধীনে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত বা ধারা ৯২ তে উল্লেখিত ট্যারিফ;

(১৭) "প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যন্ত্রপাতি" অর্থ বেতার যন্ত্রপাতি ব্যতীত অন্য এমন যন্ত্রপাতি বা কৌশল যাহা বেতার যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বা করিতে সক্ষম ;

(১৮) "পরিদর্শক" অর্থ ধারা ৬০ এর অধীনে পরিদর্শক হিসাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি ;

(১৯) "পরিচালনকারী (Operator)" অর্থ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন বা পরিচালনের জন্য, বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য বা এই ধরণের একাধিক কাজের সমন্বিত ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য, লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(২০) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত প্রবিধান ;

(২১) "পারমিট" অর্থ ধারা ৪০ (২) বা ত্রয়োদশ অধ্যায় এর অধীনে প্রদত্ত বা প্রদত্ত বলিয়া গণ্য পারমিট ;

(২২) "প্রান্তিক যন্ত্রপাতি" অর্থ এমন টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি যাহা টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সেবার গ্রহীতা কর্তৃক বার্তা বা তথ্য প্রেরণ বা গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হয় ;

(২৩) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) ;

(২৪) "ব্যক্তি" শব্দের আওতায় কোন প্রাকৃতিক ব্যক্তি স্বত্ত্বাবিশিষ্ট একক ব্যক্তি (individual), অংশীদারী কারবার, সমিতি, কোম্পানী, কর্পোরেশন, সমবায় সমিতি, এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থা (statutory body) অন্তর্ভুক্ত ;

(২৫) "বেতার যন্ত্রপাতি" অর্থ বেতার (radio apparatus) যোগাযোগে ব্যবহারের উপযুক্ত কৌশল বা এইরূপ একাধিক কৌশলের সমন্বয় ;

(২৬) "বেতার যোগাযোগ বা রেডিও (radio communication or radio)" অর্থ কোন কৃত্রিম দিক নির্দেশক ব্যবস্থা ব্যতিরেকে ৩০০০ গিগাহার্জ (GHz) অপেক্ষা কম ফ্রিকোয়েন্সির বেতার তরংগের (radio wave) সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের উপরে কোন চিহ্ন, সংকেত, ছবি, প্রতিকৃতি, প্রতীক বা শব্দের নির্গমন, প্রেরণ বা গ্রহণ ;

(২৭) "মন্ত্রী" অর্থ সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী ;

(২৮) "মন্ত্রণালয়" অর্থ সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ;

(২৯) "লাইসেন্স" অর্থ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন বা পরিচালন বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান অথবা উক্ত ব্যবস্থা বা সেবা পরিচালন বা সংরক্ষণ বা বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য এই আইনের অধীনে কমিশন প্রদত্ত বা প্রদত্ত বলিয়া গণ্য লাইসেন্স ;

(৩০) "সম্প্রচার" অর্থ বেতার তরঙ্গ, কৃত্রিম উপগ্রহ, তার (cable) বা অপটিক্যাল ফাইবার এর সাহায্যে এমন বার্তা, তথ্য, সংকেত, শব্দ, প্রতিকৃতি বা বুদ্ধিভিত্তিক অভিব্যক্তি প্রেরণ যাহা জনসাধারণ কর্তৃক গ্রহণের জন্য প্রেরিত, তবে ইন্টারনেট যোগাযোগের মাধ্যমে কোনকিছু প্রেরণকে সম্প্রচার বলিয়া গণ্য করা যাইবে না ;

(৩১) "স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা কমিটি" অর্থ এই আইনের ৫৬ ধারার অধীন গঠিত স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা কমিটি ;

(৩২) "সার্বজনীন সেবা" অর্থ বাংলাদেশের যে কোন স্থানে অবস্থানরত বা যে কোন পেশায় কার্যরত প্রত্যেক বাংলাদেশী নাগরিককে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান ।

৩ । প্রয়োগ ।-(১) এই আইন সমগ্র বাংলাদেশে এবং নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা ঃ-

(ক) কোন স্থলযান, জলযান, আকাশযান বা কৃত্রিম উপগ্রহ ;

(খ) বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমার (territorial waters) মধ্যে অবস্থিত কোন মঞ্চ, রিগ বা অন্যবিধ স্থাপনা, যাহা উক্ত সমুদ্রসীমার মধ্যে বা পানির নীচে মাটির সহিত সংযুক্ত ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিদেশী স্থলযান, জলযান, আকাশযান বা কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যাপারে বাংলাদেশ কোন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে বা অনুরূপ ব্যবস্থায় পক্ষভুক্ত থাকিলে উক্ত চুক্তি বা ব্যবস্থা সাপেক্ষে এই আইন প্রযোজ্য হইবে ।

(২) এই আইন নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না ঃ-

(ক) কোন কিছু সম্প্রচার ;

(খ) বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র বা টেলিভিশন সম্প্রচার কেন্দ্র বা উক্ত কেন্দ্রের জন্য লাইসেন্স প্রদান ;

(গ) সম্প্রচার যন্ত্রপাতি, বা সম্প্রচারিত তথ্য বা বার্তা বা অনুষ্ঠানের গ্রাহক যন্ত্রপাতি, বা এইরূপ যন্ত্রপাতির ব্যবসা বাণিজ্য ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হইবে ঃ

(অ) এইরূপ বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র বা টেলিভিশন সম্প্রচার কেন্দ্র বা সম্প্রচার যন্ত্রপাতির জন্য ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দকরণ বা বরাদ্দকৃত ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ ;

(আ) সম্প্রচার যন্ত্রপাতির সহিত, বা সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে, টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ব্যবহার ।

(৩) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, উহাতে উল্লেখিত কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণী বা বিশেষ টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি বা কোন বিশেষ সেবাকে এই আইন বা তদধীন প্রণীত প্রবিধানের সকল বা যে কোন বিধানের কার্যকারিতা হইতে অব্যাহতি দিতে পারে ।

৪ । টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত অন্যান্য আইন ইত্যাদির প্রয়োগ ।-(১) Telegraph Act, 1885 (XIII of 1885) এবং Wireless Telegraphy Act, 1933 (XVII of 1933), এই আইনের বিধান সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে এবং কোন বিষয়ে উক্ত Act দুইটির সহিত এই আইনের অসংগতি থাকিলে এই আইনের বিধান কার্যকর হইবে ।

(২) এই আইনের অধীন কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উপরোক্ত দুইটি আইন বা অন্য কোন আইনের অধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান বা অন্যান্য নিয়মাবলী বা উহাদের অধীন প্রদত্ত বা জারীকৃত আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা, এই আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, প্রয়োগ করা যাইবে, যে পর্যন্ত উক্ত বিধি, প্রবিধান, নিয়মাবলী, আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনার প্রয়োগ কমিশন কর্তৃক রহিত না করা হয় ।

৫ । অন্যান্য আইনের উপর প্রাধান্য ।-অন্যান্য আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
কমিশন প্রতিষ্ঠা ও গঠন

৬ । কমিশন প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি ।-(১) এই আইন প্রবর্তনের সংগে সংগে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে, ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে; স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জনের ও অধিকারে রাখার, হস্তান্তর করার, চুক্তি সম্পাদন এবং এই আইন অনুসারে অন্যান্য কার্য সম্পাদন করার ও উদ্যোগ গ্রহণের অধিকার এই সংস্থার থাকিবে; উহা নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে ।

(৩) কমিশনের সাধারণ সীলমোহর কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আকৃতির এবং বিবরণ সম্বলিত হইবে ; উহা চেয়ারম্যানের হেফাজতে থাকিবে এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান এবং অপর একজন কমিশনারের উপস্থিতি ব্যতিরেকে কোন দলিলে সাধারণ সীলমোহর লাগানো যাইবে না এবং তাহাদের উপস্থিতির প্রতীক হিসাবে তাহারা সীলযুক্ত দলিলটিতে স্বাক্ষর করিবেন ।

৭ । কমিশনের গঠন

(১) কমিশন ৫ (পাঁচ) জন কমিশনার সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং তাহাদের মধ্য হইতে সরকার একজনকে চেয়ারম্যান ও অপর একজনকে ভাইস-চেয়ারম্যান নিয়োগ করিবে ।

(২) কমিশনারদের অন্ততঃ দুইজন হইবেন উপ-ধারা ১০ (১) এর দফা (ক) তে উল্লেখিত প্রকৌশলী, অন্ততঃ একজন হইবেন উক্ত উপ-ধারার দফা (খ)-তে উল্লেখিত ব্যক্তি এবং অন্ততঃ একজন হইবেন উক্ত উপ-ধারার দফা (গ)-তে উল্লেখিত ব্যক্তি ।

(৩) শুধুমাত্র কোন কমিশনার পদে শূন্যতা বা কমিশন গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে কমিশনের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ প্রতিপন্ন হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না ।

৮ । কমিশনের কার্যালয়

কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে, তবে কমিশন, সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে, দেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে ।

৯ । কমিশনারগণের নিয়োগ ও মেয়াদ

(১) কমিশনারগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহারা পূর্ণকালীন ভিত্তিতে কর্মরত থাকিবেন ।

(২) কমিশনারগণ, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদের জন্য বহাল থাকিবেন এবং অনুরূপ একটি মাত্র মেয়াদের জন্য পুনঃনিয়োগের যোগ্য হইবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির বয়স ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি কমিশনার পদে নিযুক্ত হইবার বা উক্ত পদে বহাল থাকিবার যোগ্য হইবেন না ।

১০ । কমিশনারগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

(১) কমিশনার হইবেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি-

(ক) টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে অন্ততঃ ১৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রকৌশলী ;

(খ) হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতাসহ আইন বিষয়ে ১৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবী বা বিচারক ;

(গ) ব্যবসা-বানিজ্য বা শিল্প বা অর্থ (finance) বা অর্থনীতি বা গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ বা ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসন বিষয়ে অন্ততঃ ১৫ (পনের) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি ।

(২) এমন কোন ব্যক্তি কমিশনার নিযুক্ত হইবার বা উক্ত পদে বহাল থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যিনি ঃ

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন ;

(খ) জাতীয় সংসদ, বা কোন স্থানীয় সরকারের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন বা নির্বাচিত হওয়ার জন্য মনোনীত হইয়াছেন ;

(গ) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ খেলাপী হিসাবে উক্ত ব্যাংক, প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ ব্যাংক বা আদালত কর্তৃক ঘোষিত বা চিহ্নিত হইয়াছেন ;

(ঘ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দেউলিয়াত্বের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করেন নাই ;

(ঙ) নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ সংঘটনের দায়ে আদালত কর্তৃক দুই বছর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডিত হইয়াছেন, এবং উক্ত দন্ড হইতে মুক্তি লাভের পর পাঁচ বছর সময় অতিক্রান্ত হয় নাই ;

(চ) কমিশনার নিযুক্ত হওয়ার পর উক্ত পদের দায়িত্ব বহির্ভূত কোন লাভজনক কাজে সরাসরিভাবে নিয়োজিত ;

(ছ) মালিক, শেয়ার হোল্ডার, পরিচালক, কর্মকর্তা, অংশীদার বা পরামর্শক হিসাবে বা অন্যবিধ কারণে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ঃ

(অ) বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্হা স্হাপন বা পরিচালন বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনকারী কোন ফার্ম বা কোম্পানী বা অন্যবিধ প্রতিষ্ঠান, যাহার জন্য এই আইনের অধীনে লাইসেন্স বা কারিগরী গ্রহণযোগ্যতা সনদ বা পারমিটের প্রয়োজন হয় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্হার (statutory body) পরিচালনা বোর্ড, যে নামেই অভিহিত হউক, এর সদস্য বা কর্মকর্তাকে কমিশনার হিসাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি উক্ত সংস্হায় তাহার চাকুরী অব্যাহত না রাখার শর্তে তাহাকে নিয়োগ করা যাইবে ; অথবা

(আ) বিদেশে টেলিযোগাযোগ কার্যক্রম পরিচালনকারী কোন ফার্ম বা কোম্পানী বা কর্পোরেশন বা এমন কোন প্রতিষ্ঠান যাহা বিদেশে টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি উৎপাদন বা বিতরণ করে, বা বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনা করে, বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করে ;

(জ) দৈহিক বা মানসিক বৈকল্যের কারণে তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম ; অথবা

(ঝ) উপ-ধারা (৩) এর বিধান যথাসময়ে পালনে ব্যর্থ হইয়াছেন ।

(৩) কাহারও উইল, দান বা উত্তরাধীকার সূত্রে বা অন্য কোনভাবে উপধারা (২)(ছ) তে নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন স্বার্থ

কোন কমিশনারের উপর বর্তাইলে বা তিনি উহা অর্জন বা ধারণ করিলে-

(ক) বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার বা কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে লব্ধ বা ধারণকৃত স্বার্থের মূল্য, ধরণ, এবং উহা অর্জন বা বর্তানো বা ধারণের ঘটনা সম্পর্কে তিনি অন্য সকল কমিশনারকে লিখিত নোটিশ দ্বারা অবহিত করিবেন ; এবং

(খ) চেয়ারম্যান বিষয়টি সম্পর্কে অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সকল কমিশনারকে নোটিশ দিয়া সভা আহবান করিবেন, তবে যে ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান নিজেই উক্ত নোটিশ দেন, সে ক্ষেত্রে ভাইস-চেয়ারম্যান এই সভা আহবান করিবেন ; এবং কোন ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান উভয়েই উক্ত নোটিশ দিলে যে কোন কমিশনার এই সভা আহবান করিতে পারিবেন ; এবং

(গ) কমিশন উক্ত স্বার্থের ধরণ ও মূল্য বিবেচনাক্রমে, উহা অনধিক তিন মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত কমিশনার তাহা পালনে বাধ্য থাকিবেন ; এবং

(ঘ) কমিশন উক্ত নির্দেশের একটি অনুলিপি অবিলম্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ সভায় উক্ত স্বার্থ অর্জনকারী বা ধারণকারী কমিশনার উপস্থিত থাকিয়া তাহার বক্তব্য পেশ করার সুযোগ পাইবেন, কিন্তু তাহার কোন ভোটাধিকার থাকিবেনা ।

১১ । পরিবারের সদস্যের কতিপয় স্বার্থ সম্পর্কে কমিশনারের দায়িত্ব

(১) কোন কমিশনারের পরিবারের কোন সদস্য যদি ধারা ১০ (২)(ছ) তে উল্লিখিত স্বার্থ অর্জন বা ধারণ করেন, তাহা হইলে তিনি কমিশনার নিযুক্ত হওয়ার বা তিনি বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে তাহার জানামতে উক্ত স্বার্থের ধরণ ও মূল্য সম্পর্কে কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন ।

ব্যাখ্যা- এই উপ-ধারায় "পরিবার" বলিতে কমিশনারের পিতা, মাতা, স্বামী বা স্ত্রী, এবং তাহার পুত্র, কন্যা, সৎপুত্র ও সৎকন্যাকে বুঝাইবে ।

(২) কোন কমিশনারের পরিবারের কোন সদস্য যে ফার্ম, কোম্পানী, কর্পোরেশন বা প্রতিষ্ঠানে উক্ত স্বার্থ অর্জন বা ধারণ করেন, উক্ত ফার্ম, কোম্পানী, কর্পোরেশন বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে কমিশন কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে উক্ত কমিশনার অংশ গ্রহণ করিবেন না, তবে এতদবিষয়ে কমিশনের সভায় তিনি উপস্থিত থাকিতে পারিবেন, কিন্তু তাহার ভোটাধিকার থাকিবেনা ।

১২ । কমিশনারগণের পদত্যাগ ও অপসারণ

(১) যে কোন কমিশনার সরকারের বরাবরে তিন মাসের লিখিত নোটিশ এবং উহার একটি অনুলিপি কমিশনের চেয়ারম্যান **বা** পদত্যাগকারী কমিশনার চেয়ারম্যান হইলে ভাইস-চেয়ারম্যানের বরাবরে প্রেরণ পূর্বক তাহার পদ ত্যাগ করিতে পারেন :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ পদত্যাগ সত্ত্বেও, পদত্যাগপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত, সরকার প্রয়োজনবোধে পদত্যাগকারী কমিশনারকে তাহার দায়িত্ব পালনের অনুরোধ করিতে পারে ।

(২) একজন কমিশনারকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করা যাইবে, যদি -

(ক) উপ-ধারা ১০(২) এর দফা (ক) হইতে (ঝ) তে উল্লেখিত কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় ; অথবা

(খ) তিনি দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, চরম (gross) অসদাচারণ বা দায়িত্বে চরম অবহেলার দোষে দোষী সাব্যস্থ হন ।

(৩) উপধারা (২) এ বর্ণিত কারণে কোন কমিশনার তাহার পদে বহাল থাকার অযোগ্য বলিয়া মনে করিলে, সরকার, উক্ত কারণের সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য, সুপ্রীম কোর্টের এক বা একাধিক বিচারক সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবে এবং কমিটি গঠনের আদেশে উক্ত তদন্ত কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমাও নির্ধারণ করিয়া দিবে ।

(৪) উপধারা (৩) অনুযায়ী গঠিত কমিটি সরকারের নিকট সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি ও কারণসহ এই মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করিবে যে, সংশ্লিষ্ট কমিশনারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে কিনা এবং উক্ত কমিশনারকে অপসারণ করা সমীচীন কিনা, এবং সরকার যথাসম্ভব উক্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ।

(৫) প্রস্তাবিত অপসারণের ব্যাপারে কারণ দর্শাইবার যুক্তিসংগত সুযোগ না দিয়া এই ধারার অধীনে সরকার কোন কমিশনারকে অপসারণ করিবে না ।

(৬) কোন কমিশনারের ব্যাপারে উপ-ধারা (৩) এর অধীনে তদন্ত কমিটি গঠন করা হইলে, সরকার, সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে, উক্ত কমিশনারকে, তাহার দায়িত্ব পালন হইতে বিরত থাকিবার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং এ বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হইলে উক্ত কমিশনার তাহা পালনে বাধ্য থাকিবেন ।

(৭) তদন্ত কমিটি Commission of Enquiry Act,1956 (VI of 1956) এর অধীনে নিযুক্ত কমিশন বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের বিধান সাপেক্ষে উক্ত Act এর বিধানাবলী তদন্ত কমিটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে ।

১৩ । কমিশনার পদে সাময়িক শূন্যতা পূরণ

কোন কমিশনার মৃত্যুবরণ বা স্বীয় পদ ত্যাগ করিলে বা অপসারিত হইলে, সরকার উক্ত পদ শুন্য হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে, কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে শুন্য পদে নিয়োগ করিবে ।

১৪ । প্রধান নির্বাহী

চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন; এবং তাহার পদত্যাগ, অপসারণ, অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে দায়িত্ব পালনে অপারগতার ক্ষেত্রে ভাইস-চেয়ারম্যান, নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বা বিদ্যমান চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত, চেয়ারম্যানের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন ; এবং কোন ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান উভয়েই অপারগ হইলে সরকার সাময়িকভাবে একজন কমিশনারকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিতে পারিবে ।

১৫ । কমিশনের সভা

(১) কমিশন উহার সভার স্থান, সময়, কার্যপদ্ধতি এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, সাধারণ বা বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশনের সকল সভা পরিচালিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত বা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত না থাকিলে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হইবে ।

(২) চেয়ারম্যান বা ক্ষেত্রমত ভাইস-চেয়ারম্যানসহ ৩ (তিন) জন কমিশনার উপস্থিত থাকিলে কমিশনের সভার কোরাম হইবে ।

(৪) কমিশনের সকল সভায় চেয়ারম্যান, এবং তাহার অনুপস্থিতিতে ভাইস-চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন ।

(৫) কমিশনের সভায় উপস্থিত কমিশনারদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটে সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে ।

(৬) কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে দুইজন কমিশনার চেয়ারম্যানকে কমিশনারগণের সভা আহ্বানের জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ করিতে পারিবেন, এবং এইরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান সভা আহবান করিবেন ।

(৭) সভায় কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ে মতামত, বক্তব্য, তথ্য বা ব্যাখ্যা উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির মতামত, বক্তব্য বা ব্যাখ্যা সভার কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হইবে ।

১৬ । কমিটি

কমিশন উহার কাজে সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক কমিশনার, বা উহার যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা অন্য কোন ব্যক্তি সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি গঠন এবং এইরূপ কমিটির দায়িত্ব ও কার্যধারা নির্ধারণ করিতে পারিবে ।

১৭ । কমিশনারগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি

(১) সরকার চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য কমিশনারের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, ভাতা, সুযোগসুবিধা ও চাকুরীর অন্যান্য শর্ত নির্ধারণ করিবে ।

(২) কোন ব্যক্তিকে কমিশনার নিয়োগের পর তাহার পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, সুযোগ-সুবিধাদি এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্ত এমন ভাবে পরিবর্তন করা হইবে না যাহাতে এই পরিবর্তন তাহার জন্য অসুবিধাজনক হয় ।

১৮ । কমিশনের সচিব, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি

(১) সরকার কমিশনের সচিব নিয়োগ করিবে ।

(২) সচিবের দায়িত্ব হইবে চেয়ারম্যানের নির্দেশ অনুযায়ী কমিশনের সভার আলোচ্য বিষয়সূচী এবং, কমিশনের এতদবিষয়ক সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে, সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণ, কার্য বিবরণী প্রস্তুতকরণ, কমিশনারগণ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট নথি সংরক্ষণ, এবং কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন ও কার্য সম্পাদন ।

(৩) কমিশন, উহার কার্যাবলী দক্ষতার সহিত সম্পাদনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী এবং পরামর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবে ঃ-

(ক) সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে নিয়োগযোগ্য কর্মচারীর সংখ্যা এবং তাহাদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ ;

(খ) অনুমোদিত জনবলের ভিত্তিতে কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ এবং উহাকে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক এককে (unit) বিভাজন, উক্ত এককের কার্যাবলী নির্ধারণ, এবং কর্মচারীগণকে যথাযথ পদে নিয়োগদান ও বদলী ;

(গ) প্রচলিত সরকারী নিয়মাবলী অনুসারে সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে পরামর্শকের প্রাপ্য ফিস নির্ধারণ ও পরিশোধ ;

(ঘ) কর্মচারীগণকে বরখাস্তকরণসহ তাহাদের বিরুদ্ধে অন্যবিধ শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও তাহাদের চাকুরীর ব্যাপারে প্রযোজ্য অন্যান্য শর্তাদি নির্ধারণ ;

(ঙ) কর্মচারীদের কল্যাণের জন্য ভবিষ্য তহবিল গঠনসহ অন্যবিধ স্কীম প্রণয়ন, উহার নিয়ন্ত্রণ এবং এইরূপ তহবিল বা স্কীমে অর্থ যোগান ।

(৪) কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকুরীর অন্যান্য শর্তাদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে এবং এইরূপ প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কমিশন, প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা, ঐ সকল বিষয়ে অনুসরণীয় নিয়মাবলী নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৯ । অন্যান্য সংস্থা হইতে কমিশনের জনবলে প্রেষণে নিয়োগ

(১) কমিশন যে কোন সরকারী কর্মচারী বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থার কর্মচারীকে, তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে, কমিশনে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ নিয়োগ হইবে কমিশন ও উক্ত কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক সম্মত শর্তাধীনে এবং প্রযোজ্য আইন অনুসারে ।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে নিযুক্ত ব্যক্তি কমিশনের অন্যান্য কর্মচারীর ন্যায় একইরূপ শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাধীনে কর্মরত থাকিবেন; তবে তাহার উপর কোন দন্ড আরোপের প্রশ্ন দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদিসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি উক্ত ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে ।

২০ । কমিশন বহির্ভূত চাকুরী

(১) কোন কমিশনার সরকারের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বা কোন পূর্ণকালীন কর্মকর্তা বা কর্মচারী, কমিশনের লিখিত অনুমতি ব্যতীত, কোন ধরণের পারিশ্রমিকবিশিষ্ট অথবা কমিশন বহির্ভূত কাজে নিয়োজিত হইতে বা থাকিতে পারিবেন না ।

(২) কোন কমিশনার বা কমিশনের কর্মকর্তা বা কর্মচারী এমন কোন কাজে নিয়োজিত হইবেন না বা থাকিবেন না যাহা, যথাক্রমে সরকার বা কমিশনের মতে, তাহার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব রাখে বা রাখিতে পারে ।

তৃতীয় অধ্যায়
কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি

২১ । বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তহবিল

(১) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তহবিল নামে কমিশনের একটি তহবিল থাকিবে এবং এই তহবিলে সরকারের অনুদান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা অন্য কোন দেশী বা বিদেশী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, কমিশন কর্তৃক গৃহীত ঋণ, এই আইনের অধীন জমাকৃত ফিস, চার্জ এবং অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত যে কোন অর্থ জমা হইবে ।

(২) তহবিলের অর্থ কমিশনের নামে কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং উক্ত ব্যাংক হইতে অর্থ উত্তোলনের পদ্ধতি কমিশন নির্ধারণ করিবে ।

ব্যাখ্যা- "তফসিলি ব্যাংক" বলিতে Bangladesh Bank. Order, 1972 (P.O. 127 of 1972) এর Article 2(J) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled bank কে বুঝাইবে ।

(৩) তহবিল হইতে কমিশনারগণ ও কর্মচারীগণের বেতন-ভাতাদি প্রদান এবং কমিশনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হইবে ।

(৪) কমিশনের সকল ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিলে উহা প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে জমা করিতে হইবে ।

২২ । বার্ষিক বাজেট বিবরণী

কমিশন প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ-বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ-বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে, এবং উক্ত অর্থ-বৎসর শুরু হওয়ার পূর্বেই সরকার উক্ত বাজেট বিবরণীর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ বা সংশোধন ব্যতিরেকে কমিশনের বাজেট অনুমোদন করিবে ।

২৩ । ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা

কমিশন এই আইনের অধীন উহার কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণ এবং উহা পরিশোধ করিতে পারিবে, তবে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হইবে ।

২৪ । কমিশন প্রদত্ত সেবার চার্জ ইত্যাদি

(১) কমিশন এই আইনের অধীনে উহার ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্যাবলী সম্পাদনের সূত্রে তৎকর্তৃক প্রদেয় বা প্রদত্ত সেবা বাবদ চার্জ বা ফিস্ বা উভয়ই ধার্যকরতঃ উহা আদায় করিতে পারে ।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত সামগ্রিক ক্ষমতার আওতায় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত ঃ-

(ক) কমিশন কর্তৃক প্রদেয় বা প্রদত্ত কোন নির্দিষ্ট বা সকল সেবার চার্জ বা ফিস্ নির্ধারণের জন্য এক বা একাধিক স্কীম প্রণয়ন ;

(খ) প্রবিধান দ্বারা বা প্রবিধানের অবর্তমানে নির্বাহী আদেশ দ্বারা উক্ত চার্জ এবং ফিসের হার, বা উহা গণনার পদ্ধতি নির্ধারণ ।

(৩) এই আইনের অধীনে কমিশনের প্রাপ্য চার্জ, ফিস, প্রশাসনিক জরিমানা ও অন্যবিধ সকল পাওনা সরকারী দাবী (Public demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে ।

২৫ । কর অব্যাহতি

অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশন উহার কোন সম্পদ ধারণ বা আয় বা প্রাপ্তির জন্য কোন প্রকার আয়কর প্রদানের জন্য দায়ী হইবে না এবং উক্ত কর প্রদান হইতে কমিশনকে এতদ্দ্বারা অব্যাহতি প্রদান করা হইল।

২৬ । বকেয়া আদায়

(১) কমিশন উহার প্রাপ্য সকল ফিস, চার্জ, প্রশাসনিক জরিমানা এবং অন্যবিধ সকল পাওনা, সরকারী দাবী (public demand) হিসাবে Public Demands Recovery Act, 1913 (Bcn.Act III of 1913) এর বিধান অনুযায়ী আদায় করিতে পারিবে ।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশন উহার কোন কর্মকর্তাকে উক্ত Act এর section 3 (3) তে সংজ্ঞায়িত Certificate Officer হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে, এবং উক্ত কর্মকর্তা উক্ত Act এর অধীন Certificate Officer এর সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব সম্পাদন করিতে পারিবেন ।

২৭। হিসাব ও নিরীক্ষা

(১) কমিশন তৎকর্তৃক প্রাপ্ত বা ব্যয়িত সকল অর্থের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করিবে; এবং সরকারের কোন সাধারণ নির্দেশ সাপেক্ষে, এইরূপ হিসাব সংরক্ষণের পদ্ধতি কমিশন নির্ধারণ করিতে পারে, তবে উক্ত হিসাবে উহার আর্থিক পরিস্থিতির সঠিক এবং যথাযথ প্রতিফলন অবশ্যই থাকিতে হইবে ।

(২) কমিশন প্রতি অর্থ-বৎসর শেষ হওয়ার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উহার বার্ষিক হিসাব-বিবরণী এবং আর্থিক-বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর অধীনে নিবন্ধিত কোন চাটার্ড একাউন্টেন্ট ফার্মের দ্বারা নিরীক্ষা করাইয়া উহাদিগকে সংসদে পেশ করার উদ্দেশ্যে পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে এবং মন্ত্রণালয় যথাশীঘ্র উক্ত বিবরণসমূহ ২৮ ধারায় উল্লিখিত প্রতিবেদনের সহিত সংসদে পেশ করার ব্যবস্থা করিবে ।

(৩) উপধারা (২) এ বর্ণিত নিরীক্ষা ছাড়াও কমিশন, Comptroller and Auditor General (Additional Functions) Act, 1974 (XXIV of 1974) এর আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান (Statutory Public Authority) হিসাবে, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর এখ্তিয়ারভুক্ত হইবে ।

২৮ । প্রতিবেদন

প্রতি অর্থ-বৎসর সমাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কমিশন তৎকর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্বলিত একটি প্রতিবেদন মন্ত্রীর নিকট পেশ করিবে এবং মন্ত্রী যথাশীঘ্র সম্ভব উহা জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন ।

চতুর্থ অধ্যায়
সাধারণ উদ্দেশ্য, ক্ষমতা ও দায়িত্ব

২৯ । কমিশনের সাধারণ (broad) উদ্দেশ্যসমূহ

কমিশনের সাধারণ (broad) উদ্দেশ্যসমূহ হইতেছে নিম্নরূপ ঃ-

(ক) বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত এবং সুসংহত করিতে পারে এমন একটি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সুশৃংখল উন্নয়ন এবং উহাতে উৎসাহ দান ;

(খ) বাংলাদেশের বিরাজমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা অনুসারে যতদূর সম্ভব বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য, যুক্তিসংগত ব্যয়-সাপেক্ষ ও আধুনিক মানের টেলিযোগাযোগ সেবা ও ইন্টারনেট সেবা প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করা ;

(গ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশীয় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার দক্ষতা এবং প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ;

(ঘ) টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধ ও অবসান, প্রতিযোগিতামূলক এবং বাজারমূখী ব্যবস্থার উপর ক্রমবর্ধমান হারে নির্ভরতা অর্জন এবং সেই লক্ষ্যে কমিশনের উদ্দেশ্যের সহিত সংগতি রাখিয়া যথাযথ ক্ষেত্রে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা ;

(ঙ) নূতন নূতন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রবর্তন এবং টেলিযোগাযোগ খাতে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগে যাহারা বাংলাদেশের বাহিরে থাকেন তাহাদিগকে বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত ব্যবসাস্থল স্থাপনের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা ।

৩০ । কমিশনের দায়িত্ব

(১) কমিশনের দায়িত্ব হইবে ঃ

(ক) বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান নিয়ন্ত্রণ ;

(খ) দেশীয় গ্রাহকগণের উপর আরোপিত চার্জের হার, এবং টেলিযোগাযোগ সেবার প্রাপ্যতা , মান ও বৈচিত্র্যের ব্যাপারে তাহাদের স্বার্থ রক্ষা করা ;

(গ) টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়নকে এবং টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী কার্যক্রম ও বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান ;

(ঘ) গ্রাহকগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা ও তাহাদের প্রয়োজন অনুসারে যথাযথ সাড়া দেওয়া ; এবং টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারীর বিদ্যমান কিংবা সম্ভাব্য পীড়নমূলক বা বৈষম্যমূলক আচরণ বা কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও দূরীকরণের ব্যবস্থা করা ;

(ঙ) উন্নত টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত সেবা প্রদানকারীগণের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি বজায় রাখা এবং উাহাতে উৎসাহ দান ;

(চ) টেলিযোগাযোগের একান্ততা (privacy) রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ;

(ছ) বাংলাদেশ এবং বর্হিবিশ্ব হইতে টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ এবং বাংলাদেশে উহাদের প্রভাব সম্পর্কে পর্যালোচনা করা এবং তদনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বা ক্ষেত্রমত সরকারের নিকট সুপারিশ করা ;

(জ) টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নম্বর বা সংখ্যা (numbering plan) সংক্রান্ত জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রয়োজনে ইহা সংশোধন ।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত কমিশনের সামগ্রিক দায়িত্বের আওতায় নিম্নবর্ণিত সুনির্দিষ্ট দায়িত্বগুলিও অন্তর্ভূক্ত ঃ

(ক) দেশীয় পরিচালনকারীগণ কর্তৃক অনুসরণীয় কার্যপদ্ধতির কোড (code of practice) এবং তাহাদের সহিত বিদেশী পরিচালনকারীগণের যোগাযোগের বিষয়ে অনুসরণীয় কার্যপদ্ধতির কোড (code of practice) প্রণয়ন;

(খ) এই আইনের অধীনে ইস্যুকৃত লাইসেন্স, পারমিট ও কারিগরী গ্রহণযোগ্যতা সনদ প্রদানের পর তৎসম্পর্কে সময় সময় মন্ত্রীকে অবহিতকরণ ;

(গ) একই পরিচালনকারী কর্তৃক একাধিক ধরণের টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি সেবার আয় হইতে অন্য সেবা খাতে ভুর্তকি (subsidy) প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ;

(ঘ) ধারা ৩৪ এর অধীনে সরকার প্রদত্ত নির্দেশ ও দায়িত্ব পালন ;

(ঙ) টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে সরকারের আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সরকার প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক উহা নিজে পালন করা বা পরিচালনকারীগণের মাধ্যমে পালন নিশ্চিত করা ;

(চ) টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় মান এবং পদ্ধতির বিষয়ে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান ; আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের বিভিন্ন নোটিশ, এবং যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ এবং বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি অবহিত করা ;

(ছ) সরকার ভিন্নতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে, টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক সম্মেলনে বা বিদেশী সংস্থার সহিত অনুষ্ঠিত সভায় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা ;

(জ) টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক সম্মেলন সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ ও সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থাসমূহকে তাহা সরবরাহ করা ; এইরূপ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থাকে পরামর্শদান এবং প্রতিনিধিদল গঠনের বিষয় ও দলের দায়িত্ব সম্পর্কে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন;

(ঝ) প্রয়োজনবোধে দ্বিপাক্ষিক, উপ-আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের বিষয়ে সরকার বা আঞ্চলিক সংস্থাসমূহকে পরামর্শদান ;

(ঞ) টেলিযোগাযোগ সেবার প্রযুক্তিগত মান ও মানদন্ড নির্ধারণ, পরিচালনকারীগণ প্রদত্ত সেবার মান পরিবীক্ষণ এবং উক্ত মান যাহাতে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মানের সহিত সংগতিপূর্ণ হয় তাহা নিশ্চিত করা ;

(ট) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুসারে সেবা প্রদান করা হইতেছে কিনা তাহা পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(ঠ) পরিচালনকারী এবং টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে নিয়োজিত অন্যান্য ব্যক্তির অন্যায্য কার্যকলাপ হইতে গ্রাহকগণের স্বার্থ রক্ষাসহ সামগ্রিক জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই আইনের বিধান পালন নিশ্চিত করা;

(ড) নিম্নবর্ণিত দায়িত্বসহ সামগ্রিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতির উন্নয়ন ঃ

(অ) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা সেবার পরিচালনকারীকে অন্যান্য পরিচালনকারীর এমন কার্যকলাপ হইতে রক্ষা করা যাহা প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি বিনষ্ট করে ;

(অ) কোন ব্যক্তি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের বাজারে পরিচালনকারী হিসাবে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহার প্রবেশের পথ সুগম করা ;

(ঢ) উন্মুক্তভাবে এবং ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা সহকারে যাহাতে সকল বিষয়ে কমিশন কর্তৃক ত্বরিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহা নিশ্চিত করা ;

(ন) কমিশনের দায়িত্বের সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ও সহায়ক অন্যান্য সম্পদের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন ;

(ত) গ্রাহকগণের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এমন পদ্ধতি প্রবর্তন করা যাহাতে তাহাদের মতামত ও অভিযোগ নির্দিষ্ট সময় অন্তর গ্রহণ ও উহার উপর যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিত হয় ;

(থ) জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির উপর জনসংযোগ ও গণশুনানীর ব্যবস্থা করা ।

৩১ । কমিশনের ক্ষমতা

(১) ধারা ৩০ এ বর্ণিত কমিশনের দায়িত্ব ফলপ্রসূভাবে সম্পাদনের জন্য কমিশন, এই আইন ও প্রবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে ।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত সামগ্রিক ক্ষমতার আওতায় নিম্নবর্ণিত সুনির্দিষ্ট ক্ষমতাগুলিও অন্তর্ভুক্ত ঃ

(ক) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে -

(অ) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন বা পরিচালনা বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান, বা বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য লাইসেন্স এবং যথাযথ ক্ষেত্রে পারমিট বা কারিগরী গ্রহণযোগ্যতা সনদ ইস্যুকরণ ;

(আ) বেতার ফ্রিকোয়েন্সি বরদ্দকরণ ও উহা ব্যবহারের কর্তৃত্ব প্রদান, বেতার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহারের পরিবীক্ষন ও স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা ;

(ই) ইস্যুকৃত লাইসেন্স, পারমিট ও সনদ এর নবায়ন, হস্তান্তর নিয়ন্ত্রন, স্থগিতকরণ ও বাতিলকরণ ।

(খ) এই আইন, প্রবিধান, লাইসেন্স, পারমিট বা কারিগরী গ্রহণযোগ্যতা সনদের শর্ত ভঙ্গ করার ব্যাপারে উহার ধারকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ ও অন্যান্য দাবীর উপর তদন্ত অনুষ্ঠান ও সিদ্ধান্ত এবং তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ ;

(গ) পরিচালনকারীগণের হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি ও ব্যবস্থা নির্ধারণ এবং প্রয়োজনে উহা সংশোধনের নির্দেশ প্রদান ;

(ঘ) সরকারের সাধারণ নীতিমালার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লাইসেন্সযোগ্য বিভিন্ন ধরণের টেলিযোগাযোগ সেবা অনুমোদন ;

(ঙ) টেলিযোগাযোগ সেবার ব্যাপারে ট্যারিফ, কলচার্জ এবং অন্যান্য চার্জ এবং পরিচালনকারী কর্তৃক উহা নির্ণয়ের পদ্ধতি নির্ধারণ ;

(চ) সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সধারী কর্তৃক এই আইনের অধীনে দাখিলকৃত ট্যারিফ, চুক্তি বা ব্যবস্থা বা উহাদের কোন অংশ এই আইনের সহিত অসংগতিপূর্ণ বলিয়া মনে হইলে উহা স্থগিতকরণ বা উহার সংশ্লিষ্ট অংশ নামঞ্জুর এবং এতদবিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান ;

(ছ) এই আইন বা প্রবিধানে পর্যাপ্ত বিধান না থাকিলে, ট্যারিফ ও বিভিন্ন চার্জের হার এবং টেলিযোগাযোগ সেবার কোন বিষয়ে নির্দেশনা (guidelines) জারী এবং যথাযথ ক্ষেত্রে কমিশনের বিবেচনামত যথাযথ সিদ্ধান্ত প্রদান এবং তদনুযায়ী আদেশ জারী করা ;

(জ) পরিচালনকারীগণের মধ্যে আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থাদির জন্য নির্দেশনা প্রণয়ন, যথাযথ ক্ষেত্রে শর্তাবলী নির্ধারণ এবং তাহাদের মধ্যে উদ্ভুত বিরোধ নিষ্পত্তি ;

(ঝ) পরিচালনকারীগণের কর্মকান্ডের যে কোন বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ ;

(ঞ) কমিশনের নির্দেশনা পালিত হইতেছে কিনা তাহা যাচাইয়ের জন্য পরিচালন পদ্ধতি (Operators procedure and systems) নিরীক্ষা করানো, এবং পরিচালনকারীগণের প্রতিবেদন পদ্ধতির সঠিকতা যাচাই এবং এতদবিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশদান ;

(ট) কমিশনের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল নথিপত্র এবং বহি পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের সুযোগ যাহাতে কমিশন পায় তাহা নিশ্চিত করার জন্য পরিচালনকারীগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান ;

(ঠ) কোন এলাকায় টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন পরিচালনকারীর একচেটিয়া ব্যবসা থাকিলে তাহার মূলধন ব্যয়ের বার্ষিক পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও তৎসম্পর্কে ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে উক্ত পরিকল্পনা দাখিলের জন্য উক্ত পরিচালনকারীকে নির্দেশ প্রদান ;

(ড) এই আইনের অধীন কমিশনের ক্ষমতা প্রয়োগ, দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পাদন এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়ে উহাকে পরামর্শ প্রদানের জন্য পরামর্শক নিয়োগ ;

(ঢ) এই আইনের বিধানাবলী পালন করার বিষয় নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন (enforcement) আদেশ জারী করা এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ ও আদায় ;

(ণ) এন্টেনা ব্যবস্থাদিসহ বেতার যন্ত্রপাতি স্থাপনের প্রতিটি স্থান অনুমোদন এবং প্রতিটি মাস্তল, স্তম্ভ এবং এন্টেনা, ধারক ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ অনুমোদন ;

(ত) বেতার যন্ত্রপাতির লাইসেন্সের আবেদনকারী বা ধারক কর্তৃক প্রস্তাবিত বা বিদ্যমান বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহার, উহার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, এবং উক্ত যন্ত্রপাতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সম্পর্কে, কমিশনের বিবেচনায় যথাযথ যে কোন তথ্য সরবরাহের জন্য তাহাদিগকে নির্দেশ প্রদান ;

(থ) টেলিযোগাযোগের উন্নয়ন এবং সুশৃঙ্খল ও সুদক্ষ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ ;

(দ) এই আইনের অধীন পরিচালিত কমিশনের কাজকর্মের ব্যাপারে অনুসরণীয় বিষয়াদী, লাইসেন্সধারী ও সেবা প্রদানকারী কর্তৃক অনুসরণীয় বিষয়াদী, প্রান্তিক যন্ত্রপাতিসহ টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি, প্রতিবন্ধকতা যন্ত্রপাতি, বেতার ফ্রিকোয়েন্সি ও বেতার যন্ত্রপাতির ব্যাপারে অনুসরণীয় বিষয়াদি সম্পর্কে নির্দেশিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ;

(ধ) এই উপ-ধারায় কমিশনকে প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে এই আইনে কোন সুনির্দিষ্ট বিধান না থাকিলে সেই ব্যাপারে প্রবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতি ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নির্ধারণ ।

৩২ । কমিশন কর্তৃক ক্ষমতা অর্পণ

এই আইনের অধীন তৎকর্তৃক প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা, তবে এই ধারা এবং ৯৯ ধারার অধীনে প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা ব্যতীত, কমিশন উহার চেয়ারম্যান বা অন্য কোন কমিশনার, কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রবিধান বা সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা কোন শর্তসহ বা শর্ত ব্যতিরেকে অর্পণ করিতে পারে ।

৩৩ । মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব

(১) মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হইবে টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে সরকারের সাধারণ নীতিমালা নির্ধারণ এবং বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগের উন্নয়নে উৎসাহ দান ।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক দায়িত্বের আওতায় নিম্নবর্ণিত সুনির্দিষ্ট দায়িত্বগুলিও অন্তর্ভুক্ত, যথাঃ-

(ক) বাংলাদেশে ও বর্হিবিশ্বে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য বিনিময়ের সহায়ক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ ;

(খ) দেশীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশ এবং সামাজিক বন্ধন সুসংহত করার লক্ষ্যে টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং এই সকল ক্ষেত্রে উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান;

(গ) একটি কার্যকর ও আধুনিক জাতীয় টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সরকারী ও বেসরকারী খাতের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে উক্ত বিনিয়োগে উৎসাহদান ;

(ঘ) নিজ উদ্যোগে বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং এই ব্যাপারে আগ্রহী আঞ্চলিক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ ;

(ঙ) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনকারী, টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী এবং এই সকল বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ;

(চ) টেলিযোগাযোগের স্থানীয় উৎপাদন ক্ষমতা এবং উদ্ভাবনমূলক টেলিযোগাযোগ সেবার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কমিশন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান,

(ছ) টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান বা উহা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে, বৈষম্য বা বৈষম্যমূলক আচরণ বা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ বা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে কমিশনের অনুরোধে কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দান ;

(জ) এমন একটি টেলিযোগাযোগ ফোরামের ব্যবস্থা করা যেখানে মন্ত্রণালয়, সরকার, কমিশন, পরিচালনকারীগণ, গ্রাহকগণ এবং অন্যান্য আগ্রহী পক্ষ মিলিত হইয়া সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করিতে পারে ;

(ঝ) টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতি, প্রশিক্ষণ, মান এবং পদ্ধতি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন এবং অন্যান্য আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের ব্যাপারে সমন্বয় সাধন ;

(ঞ) উহার নিকট এই আইনের অধীনে দাখিলকৃত সকল আবেদন বা যোগাযোগ নিষ্পত্তি এবং উহার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন তরান্বিত করা ।

৩৪ । সরকারের ক্ষমতা

এই আইনের আওতায় সরকার-

(ক) আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী অনুসারে বা কোন আন্তর্জাতিক চুক্তির আওতায় টেলিযোগাযোগ বিষয়ে সরকারের অধিকার বা দায়দায়িত্ব বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে ;

(খ) সময় সময় টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত যে কোন বিষয় বিবেচনা ও তৎসম্পর্কে সুপারিশের জন্য কমিশনের নিকট প্রেরণ করিতে পারে ;

(গ) উহার বিবেচনামত যে কোন যথাযথ বিষয়ে কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারে ;

(ঘ) টেলিযোগাযোগ, বেতার যোগাযোগ এবং সম্প্রচারের কারিগরী কোন বিষয়, যাহা উক্তরূপে যোগাযোগের সহিত সম্পর্কিত, এর উপর গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে বা অর্থ যোগান দিতে বা উহাতে সহায়তা করিতে পারে ;

(ঙ) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক টেলিযোগাযোগ সংস্থার সম্মেলন বা সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কমিশনকে নির্দেশ দিতে পারেন ।

পঞ্চম অধ্যায়
টেলিযোগাযোগ ইত্যাদির লাইসেন্স

৩৫। টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেট ইত্যাদির জন্য লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা

(১) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন ব্যক্তি লাইসেন্স ব্যতীত-

(ক) বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন, পরিচালনা বা উক্ত ব্যবস্থার কোন স্থাপনা নির্মাণ করিবেন না ;

(খ) বাংলাদেশে বা বাংলাদেশ হইতে বর্হিবিশ্বে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করিবেন না ;

(গ) ইন্টারনেট সেবা প্রদানের স্থাপনা নির্মাণ বা যন্ত্রপাতি স্থাপন বা উক্ত স্থাপনা বা যন্ত্রপাতি পরিচালনা করিবেন না ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে উক্ত লংঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন ।

(৩) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোন লাইসেন্স প্রয়োজন হইবে না ঃ-

(ক) এমন কোন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা, যাহা অন্য একটি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সহিত সংযুক্ত নহে এবং যাহার সকল যন্ত্রপাতি -

(অ) একটি অবিচ্ছেদ্য অংগনে (premises) অবস্থিত এবং শুধুমাত্র উক্ত অংগনে বসবাসকারী মালিক, ভাড়াটিয়া বা দখলকারের ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত ; বা

(আ) শুধু একটি স্থলযান, জলযান বা আকাশযানে স্থাপিত, অথবা যান্ত্রিকভাবে পরস্পর সংযুক্ত এইরূপ একাধিক যানে স্থাপিত ;

(খ) শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হয় এমন একটি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা যাহা অন্য কোন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সহিত কোনভাবেই সংযুক্ত নহে, এবং

(অ) সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উক্ত ব্যবস্থার সকল যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করেন,

(আ) উক্ত ব্যবস্থার সাহায্যে প্রেরিত সকল বার্তা বা তথ্য শুধুমাত্র উক্ত নিয়ন্ত্রণকারীর প্রয়োজনে ব্যবহৃত; এবং

(ই) উক্ত ব্যবস্থায় কোন বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় না ।

(গ) কোন পরিচালনকারীর টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কে প্রান্তিক যন্ত্রপাতি স্থাপন ;

(ঘ) পুলিশ, বাংলাদেশ রাইফেলস্ , কোষ্টগার্ড, প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহ এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক, উহাদের স্বীয় প্রয়োজনে, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান ;

(ঙ) সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা কোন গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক উহার স্বীয় প্রয়োজনে, স্থাপিত বা ব্যবহৃত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান ;

(চ) রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত কোন যুদ্ধ জাহাজ বা সামরিক বিমানসহ অন্যান্য যানবাহনে ব্যবহৃত বা স্থাপিত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ।

৩৬ । লাইসেন্স ইস্যুকরণে কমিশনের একক এখ্তিয়ার ও পদ্ধতি

(১) ধারা ৩৫ (১) এর দফা (ক) ইহতে (গ) তে উল্লেখিত কার্যাবলীর জন্য লাইসেন্স প্রদানের একক এখ্তিয়ার থাকিবে কমিশনের ; এবং এইরূপ লাইসেন্সের জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করিতে হইবে ।

(২) কমিশন উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন, এই আইন অনুসারে, মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিতে পারে; এইরূপ আবেদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিশন, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিবে ঃ-

(ক) আবেদনকারী উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত কারণে অযোগ্য কিনা ;

(খ) আবেদনকৃত কার্যাবলী পরিচালনার জন্য তাহার প্রয়োজনীয় আর্থিক সংগতি আছে কিনা, এবং প্রয়োজনীয় স্থাপনা নির্মাণের স্থান এবং দক্ষ জনবল প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে কিনা ;

(গ) আবেদনকৃত লাইসেন্স ইস্যুকরণ এই আইনের ২৯ ধারায় বর্ণিত কমিশনের সাধারণ উদ্দেশ্যের সহিত কতটুকু সংগ্তিপূর্ণ হইবে ;

(ঘ) আবেদনকৃত লাইসেন্স ইস্যু করা হইলে উহার দ্বারা অনুমোদিত কর্মকান্ড এবং শর্তাবলী বিদ্যমান লাইসেন্সধারীগণের তুলনায় বৈষম্যমূলক হইবে কিনা এবং উহার ফলে প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতির বিঘ্ন ঘটিবে কিনা ;

(ঙ) আবেদকৃত লাইসেন্স ইস্যুকরণ জনস্বার্থ রক্ষার জন্য কতটুকু সহায়ক হইবে ।

(৩) কোন আবেদনকারী লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য অযোগ্য হইবেন, যদি-

(ক) তিনি একক ব্যক্তি (individual) হন এবং-

(অ) বিকৃত মস্তিষ্ক হন ;

(আ) আদালত কর্তৃক এই আইন ব্যতীত অন্য কোন আইনের অধীন দুই বৎসর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং উক্ত দন্ড হইতে মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত না হইয়া থাকে ;

(ই) এই আইনের অধীনে যে কোন অপরাধ সংঘটনের দায়ে দন্ডিত হইয়া থাকেন এবং উক্ত দন্ড হইতে মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত না হইয়া থাকে ;

(ঈ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং দেউলিয়াত্বের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া না থাকেন;

(উ) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ খালাপী হিসাবে উক্ত ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংক বা আদালত কর্তৃক চিহ্নিত বা ঘোষিত হন ; বা

(ঊ) বিগত ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে তাহার লাইসেন্স কমিশন বাতিল করিয়া থাকে ;

(খ) উক্ত আবেদনকারী হয় কোন কোম্পানী বা কর্পোরেশন বা অংশীদারী কারবার বা সমিতি বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান এবং

(অ) উহার মালিক বা যে কোন পরিচালক বা অংশীদারের ক্ষেত্রে দফা (ক) এর (অ) হইতে (ঊ) এর ক্ষেত্রে উপ-দফা প্রযোজ্য হয়, বা

(আ) উহার ক্ষেত্রে উক্ত দফার উপ-দফা (ঊ) প্রযোজ্য হয় ।

(৪) এই ধারার অধীন -

(ক) লাইসেন্স ইস্যু বা নবায়নের জন্য আবেদনকারী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফিস প্রদান করিবেন ;

(খ) ইস্যুকৃত লাইসেন্সে উহার মেয়াদ, মেয়াদান্তে নবায়নের প্রয়োজনীয়তা ও লাইসেন্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলী উল্লেখিত থাকিবে ;

(গ) ইস্যুকৃত লাইসেন্সে পরিচালনকারী কর্তৃক প্রদেয় সেবা সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখিত থাকিবে ;

(ঘ) ইস্যুকৃত লাইসেন্সে উল্লিখিত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে উহাতে উল্লিখিত সেবা প্রদান করিতে হইবে;

(ঙ) ইস্যুকৃত লাইসেন্সের আওতাধীন কার্যাবলীতে বেতার যন্ত্রপাতি, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যন্ত্রপাতি, ও বেতার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহারের প্রয়োজন হইলে অষ্টম অধ্যায়ের অধীন লাইসেন্স, বেতার ফ্রিকোয়েন্সি বাবদ ও প্রয়োজনীয় কারিগরী গ্রহণযোগ্যতা সনদ সংগ্রহের শর্ত উল্লেখ করিতে হইবে ।

(৫) লাইসেন্সের প্রতিটি আবেদন কমিশনের নিকট, তৎকর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে, দাখিল করিতে হইবে।

(৬) টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আহ্বানকৃত আবেদনপত্রের প্রেক্ষিতে কমিশন নূতন লাইসেন্স ইস্যুর বিষয় বিবেচনা করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন প্রবিধান দ্বারা এমন কতিপয় সেবা চিহ্নিত করিতে পারিবে যাহাদের ব্যাপারে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে লাইসেন্স ইস্যু করা যায় ।

(৭) লাইসেন্সের জন্য আবেদন বিবেচনার সুবিধার্থে কমিশন আবেদনকারীর নিকট হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য বা কাগজপত্র তলব করিতে পারে এবং প্রয়োজনে আবেদনকারীর প্রস্তাবিত স্থাপনা, সংশ্লিষ্ট স্থান ও যন্ত্রপাতি পরিদর্শন করিতে পারিবে ।

(৮) কমিশন -

(ক) উক্ত আবেদন দাখিল হওয়ার অনধিক ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে মঞ্জুর করা বা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে ; এবং মঞ্জুর করিবার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে জানাইয়া দিবে ও সিদ্ধান্ত অনুসারে লাইসেন্স ইস্যু করিবে ;

(খ) উক্ত সময়ের মধ্যে আবেদনটি না মঞ্জুর করিলে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কারণসহ নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে জানাইয়া দিবে ; বা

(ঘ) উক্ত ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব না হইলে সংশ্লিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক সম্ভাব্য বিলম্বের বিষয়টি উক্ত ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে বা পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে জানাইয়া দিবে এবং উক্ত সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে ।

(৯) কমিশন তৎকর্তৃক ইস্যুকৃত প্রতিটি লাইসেন্সের মুদ্রিত অনুলিপি সংরক্ষণ করিবে, এবং যে কোন ব্যক্তি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফিস পরিশোধ করিয়া উক্ত অনুলিপি পরিদর্শন বা উহার প্রতিলিপি সংগ্রহ করিতে পারিবেন ।

৩৭ । লাইসেন্সের শর্তাবলী

(১) কোন লাইসেন্স বা উহার অধীনে অর্জিত স্বত্ব সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে হস্তান্তরযোগ্য হইবে না এবং এইরূপ হস্তান্তর হইবে ফলবিহীন (void) ।

(২) কমিশন এই আইন ও প্রবিধানের সহিত সংগতিপূর্ণ যে কোন শর্ত সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সে উল্লেখ করিতে পারিবে এবং কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে অতিরিক্ত শর্তও উহাতে যোগ করিতে পারিবে ।

(৩) উপধারা (২) এ বর্ণিত ক্ষমতার সামগ্রিকতার আওতায় লাইসেন্সে নিম্নলিখিত যে কোন বা সকল বিষয়ে যথাযথ শর্ত অন্তর্ভূক্ত থাকিতে পারিবে ঃ

(ক) লাইসেন্সধারী কর্তৃক এই আইন এবং প্রবিধান পালন ;

(খ) পল্লী এলাকায় এবং অপেক্ষাকৃত কম বসতিপূর্ণ এলাকায় সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সে উল্লেখিত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, লাইসেন্সধারীর সেবা-প্রদান-ক্ষমতার অনধিক ১০% (শতকরা দশ ভাগ) উক্ত এলাকায় সম্প্রসারণের বাধ্যবাধকতা ;

(গ) লাইসেন্স মঞ্জুর করার সময় বা লাইসেন্স বহাল থাকাকালে বা উভয় ক্ষেত্রে লাইসেন্স মঞ্জুর বা নবায়ন করার জন্য কমিশনের ব্যয় বাবদ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফিস বা অন্যবিধ অর্থ পরিশোধ ;

(ঘ) এই আইনের অধীন কমিশনের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন হয় এইরূপ দলিল, হিসাব, প্রাক্কলন, রিটার্ন বা অন্য কোন তথ্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও পদ্ধতিতে কমিশনের নিকট সরবরাহ ;

(ঙ) লাইসেন্সধারী কর্তৃক নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ -

(অ) সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের অধীন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন বা তদধীন প্রদেয় সেবা সংক্রান্ত ট্রান্সমিশন প্ল্যান, সিগ্‌নালীং প্ল্যান, সুইচিং প্ল্যান এবং নাম্বারিং প্ল্যান এর ব্যাপারে কমিশন প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুযায়ী লাইসেন্সধারী কর্তৃক তাহার টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা (design) ও রক্ষণাবেক্ষণ ; এবং এই সকল পরিকল্পনা হইতে ব্যত্যয় ঘটানো বা পরিলক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে কমিশনের অনুমোদন ও নির্দেশনা গ্রহণ, এবং উহার বাস্তবায়ন ;

(আ) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে বার্তা, সংকেত বা যে কোন ধরণের তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য যে যে পথ (route) ও পদ্ধতি (system) ব্যবহৃত হয় তৎসম্পর্কে কমিশনকে সময় সময় অবহিতকরণ ;

(চ) লাইসেন্সধারী কর্তৃক ব্যবহৃত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, তৎকর্তৃক প্রদেয় বা প্রদত্ত সেবা, এইসবের পরিধি (coverage) এবং মেয়াদ সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্দিষ্টকরণ ;

(ছ) লাইসেন্সেধারী কর্তৃক কোন সেবা, সংযোগ বা অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন বা বৈষম্যমূলক আচরণ হইতে বিরত থাকা ;

(জ) লাইসেন্সধারী কর্তৃক এমন একটি তথ্য-সরবরাহ-ব্যবস্হা নিশ্চিতকরণ যাহাতে সংশ্লিষ্ট বিল, মূল্য, নির্দেশিকা, অনুসন্ধান এবং অভিযোগ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য গ্রাহকগণের জন্য সহজলভ্য হয় ;

(ঝ) লাইসেন্সধারী কোন কোম্পানী, সমিতি বা অংশীদারী কারবার হইলে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কমিশনের পূর্বানুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা ঃ -

(অ) উক্ত কোম্পানী, সমিতি বা অংশীদারী কারবারের শেয়ার মূলধনে বা মালিকানায় এমন কোন পরিবর্তন যাহার ফলে উক্ত লাইসেন্সের দ্বারা অনুমোদিত কাজ-কর্মের নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তরিত হয়; বা

(আ) উক্ত কোম্পানী, সমিতি বা কারবার অন্য কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের সহিত একীভূত (merged) হইলে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত পূর্বানুমতি গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিশন বিবেচনা করিবে যে, প্রস্তাবিত পরিবর্তন বা একীভূতকরণের ফলে যে ব্যক্তি, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সের নিয়ন্ত্রণ লাভ করিবেন তিনি বা উহা লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্য কিনা এবং অনুমতি প্রদানের ফলে লাইসেন্সকৃত কাজ-কর্ম ব্যহত হইবে কিনা ।

(ঞ) প্রদত্ত সেবার চার্জ এবং উক্ত সেবা গ্রহণের ব্যাপারে প্রযোজ্য শর্তাবলী সম্পর্কে, নির্ধারিত সময় অন্তর অন্তর এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, লাইসেন্সধারী কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ;

(ট) ভূগর্ভস্হ কেব্‌ল, শুন্যে ঝুলন্ত লাইন ও আনুষংগিক স্হাপনার কারণে উদ্ভুত ক্ষতির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্সধারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিতকরণ ;

(ঠ) জরুরী অবস্হায় কিভাবে লাইসেন্সধারী তাহার টেলিযোগাযোগ ব্যবস্হা বা তৎকৃর্তক প্রদত্ত সেবা অব্যাহত রাখিবেন বা ক্ষেত্র বিশেষে পুনরায় চালু করিবেন উহার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কমিশনের নিকট উহা দাখিল ;

(ড) টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সম্পদের রক্ষণ, হস্তান্তর বা নিষ্পত্তি ;

(ঢ) লাইসেন্সে উল্লেখিত শর্তানুসারে লাইসেন্সধারী কর্তৃক বাস্তবে মানসম্মত সেবা প্রদানসহ (performance) কারিগরী মান বজায় রাখা ও অন্যান্য কারিগরী শর্তাবলী পূরণ ;

(ন) প্রচলিত আইন অনুসারে পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে লাইসেন্সধারীর বাধ্যবাধকতা ;

(ত) কমিশনের বিবেচনায় যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয় ।

৩৮ । লাইসেন্স নবায়ন

এই অধ্যায়ের অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্স প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফিস বা অন্যবিধ অর্থ প্রদান সাপেক্ষে নবায়নযোগ্য হইবে, এবং প্রবিধানের অবর্তমানে কমিশন প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা ঐ সকল বিষয় নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৩৯। লাইসেন্সের শর্তাবলী সংশোধন

(১) কমিশন এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তদধীন ইস্যুকৃত যে কোন লাইসেন্সের যে কোন শর্ত এই আইন বা প্রবিধান অনুসারে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, প্রতিস্থাপন, সংযোজন বা বাতিলকরণের মাধ্যমে সংশোধন করিতে পারে ।

(২) কমিশন স্বীয় উদ্যোগে লাইসেন্সের কোন শর্ত সংশোধনের নির্দেশ দিলে প্রস্তাবিত সংশোধনের কারণ উল্লেখ করিয়া লাইসেন্সধারীকে তৎসম্পর্কে তাহার বক্তব্য অনধিক ১৫ (পনর) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে উপস্থাপনের সুযোগ দিয়া একটি নোটিশ দিবে এবং তৎপ্রেক্ষিতে কোন বক্তব্য উপস্থাপন করা হইলে কমিশন তাহা বিবেচনাক্রমে বিষয়টি সম্পর্কে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে ।

(৩) কমিশন কোন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তিসংগত মনে করিলে লাইসেন্সের কোন শর্ত সংশোধন করিতে পারে ।

৪০। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহারে অনুমতিদানের উপর বাধা নিষেধ

(১) কোন পরিচালনকারী, কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত পারমিট ব্যতীত, তাহার লাইসেন্সকৃত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা সেবা প্রদানের কোন স্থাপনা, যন্ত্রপাতি বা সুবিধা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বা ফিস্ বা অন্য কোন ধরণের মূল্য বা সুবিধা প্রাপ্তির বিনিময়ে অন্য কোন ব্যক্তিকে ব্যবহারের অনুমতি বা সুযোগ প্রদান করিবেন না ।

(২) উপধারা (১) এ উল্লেখিত অনুমতি লাভের উদ্দেশ্যে, পরিচালনকারী কোন আবেদন করিলে, কমিশন প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর যদি সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকৃত অনুমতি প্রদত্ত হইলে লাইসেন্সকৃত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা বা সেবা প্রদানের উপর কোন বিরূপ প্রভাব পড়িবে না তাহা হইলে, কমিশন একটি পারমিট ইস্যুর মাধ্যমে, উক্ত আবেদন মঞ্জুর করিতে পারে, এবং সেই ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুসারে পারমিটে প্রয়োজনীয় শর্তও আরোপ করিতে পারিবে ; এইরূপ পারমিট হইবে, নির্ধারিত মেয়াদের জন্য ।

(৩) উপধারা (২) এর অধীনে ইস্যুকৃত পারমিটে উল্লেখিত শর্ত লংঘিত হইলে কমিশন যে কোন সময় পারমিট বাতিল করিতে পারে ।

(৪) কোন পরিচালনকারী উপধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে তাহা একটি অপরাধ হইবে এবং তজ্জন্য তিনি-

(ক) প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, এবং

(খ) পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন ।

৪১। লাইসেন্সধারীর দায় সীমিতকরণের ক্ষেত্রে কমিশনের এখ্তিয়ার

টেলিযোগাযোগ সেবার ব্যাপারে লাইসেন্সধারী কোন ক্ষেত্রে তাহার নিজস্ব দায় সীমিতকরণের উদ্দেশ্যে কোন শর্ত আরোপ করিলে এবং কমিশন উক্ত শর্ত অযৌক্তিক মনে করিলে তাহা বাতিল করার জন্য কমিশন নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশ পালনে লাইসেন্সধারী বাধ্য থাকিবেন ।

৪২ । পথাধিকার (Right of way) ইত্যাদি

(১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, টেলিযোগযোগ ব্যবস্থা স্থাপন বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য একজন পরিচালনকারী যে কোন জমির মধ্যে, উপরে বা উপর দিয়া উক্ত সেবা বা ব্যবস্হার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বস্তু বা সুবিধা স্হাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারেন; লাইসেন্সধারীর এই অধিকার এই অধ্যায়ে পথাধিকার (Right of way) বলিয়া উল্লেখিত ।

(২) পথাধিকার এর আওতায় পরিচালনকারীর নিকট হইতে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহার কোন প্রতিনিধি বা কর্মচারী-

(ক) যে কোন সময় যুক্তিসংগত নোটিশ দিয়া উক্ত জমিতে প্রবেশ করিতে এবং টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ধারণ বা আটকাইয়া রাখার জন্য প্রয়োজনীয় খুঁটি বা স্তম্ভ স্হাপন করিতে পারিবেন ;

(খ) উক্ত যন্ত্রপাতি আটকাইয়া রাখার জন্য জমিতে অবস্হিত কোন গাছে বা অন্য কিছুতে ব্র্যাকেট বা অনুরূপ কৌশল সংযুক্ত করিতে পারিবেন ;

(গ) উক্ত যন্ত্রপাতি, বস্তু, সুবিধা বা কৌশলের ক্ষতি করিতেছে বা করিতে পারে বা উহার কার্যক্ষমতায় প্রতিবন্ধক হয় বা হইতে পারে এইরূপ গাছপালা বা শাখা প্রশাখা কাটিয়া ফেলিতে পারিবেন ; এবং

(ঘ) উক্ত যন্ত্রপাতি, বস্তু, সুবিধা বা কৌশল ক্ষেত্রমত স্হাপন, নির্মাণ, মেরামত, পরীক্ষা, পরিবর্তন, অপসারণ বা উহার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন কাজ করিতে বা এতদবিষয়ে এই আইনের অধীন অন্যান্য কাজ করিতে পারিবেন ।

(৩) কোন পরিচালনকারী তাহার পথাধিকার সাধারণভাবে সরকারী বা স্হানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্হার মালিকানাধীন বা দখলাধীন জমিতে প্রযোগ করিবে, তবে প্রয়োজনবোধে অন্য যেকোন জমিতেও এই অধিকার প্রযোগ করিতে পারিবেন ; সরকারী বা স্হানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংবিধিবদ্ধ সংস্হা সাধারণতঃ পথাধিকার প্রয়োগে বাধা দিবে না ।

(৪) উপধারা (১) এর বিধানবলে উক্ত পরিচালনকারী-

(ক) জীবন বা সম্পত্তির জন্য বিপজ্জনক বা উহার নিরাপত্তা বিঘ্নকারী কোন কিছু অপসারণ বা মেরামতের উদ্দেশ্যে ব্যতীত, কোন কবরস্হানে বা শ্মশানে বা স্থানীয় জনসাধারণ পবিত্র মনে করেন এমন কিছু অবস্হিত থাকিলে সেই স্হানে প্রবেশ করিতে বা উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন কিছু করিতে পারিবেন না;

(খ) উক্তরূপ অপসারণ বা মেরামতের উদ্দেশ্যে উক্ত কবরস্থান, শ্মশান বা পবিত্র স্থানে প্রবেশের প্রয়োজন হইলে, উহার তত্ত্বাবধানকারীর সম্মতি নিয়া বা তত্ত্বাবধানকারী না থাকিলে বা তত্ত্বাবধানকারীকে তাৎক্ষনিক ভাবে পাওয়া না গেলে বা তাহার সম্মতি না পাওয়া গেলে কমিশনের লিখিত অনুমতি নিয়া উক্ত পরিচালনকারী উহাতে প্রবেশ করিতে বা উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন কিছু করিতে পারিবেন ।

(৫) উক্ত পরিচালনকারী-

(ক) জমির মালিক বা দখলকার এর সম্মতি ব্যতিরেকে উপধারা (১) এর অধীন কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন না ;

(খ) এই ধারার অধীন কোন ক্ষমতা প্রয়োগের কারণে উক্ত জমিতে পথাধিকার ব্যতীত অন্য কোন অধিকার অর্জন করিবেন না ;

(গ) কোন সরকারী বা স্হানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মালিকাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোন জমিতে উক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত এই ধারার অধীন কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন না ;

(ঘ) কোন জমিতে এই ধারার অধীন ক্ষমতা এমনভাবে প্রয়োগ করিবেন যেন উক্ত জমি ও পরিবেশের ক্ষতি নূন্যতম পর্যায়ে থাকে, এবং উক্ত প্রয়োগের কারণে ক্ষতি হইলে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা সংস্থাকে যুক্তিসংগ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবেন ।

(৬) উপধারা (২)(ক) তে উল্লেখিত নোটিশে ঈপ্সিত কাজের সঠিক ও পূর্ণ বিবরণ থাকিতে হইবে এবং উক্ত কাজ শুরু করার ১০(দশ) দিন পূর্বে নোটিশের প্রাপককে ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার প্রতিনিধি বা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে প্রদান করিতে বা তাহার বাসস্থানে বা কর্মস্থলে পৌছাইয়া দিতে হইবে ।

(৭) কোন টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি কাহারও জীবন বা সম্পদের জন্য বিপজ্জনক হইয়া পড়িলে পরিচালনকারী উক্ত জীবন বা সম্পদ রক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট জমির মালিক বা দখলকার বা তত্ত্বাবধায়কের বিনা অনুমতিতে উক্ত জমিতে প্রবেশ করিতে এবং প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন ।

(৮) এই ধারার অধীন যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগকালে উক্ত পরিচালনকারী সকল যুক্তিসংগ্ত সতর্কতা অবলম্বন করিবেন এবং সকল ক্ষেত্রে-

(ক) ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা, সেবা বা সুবিধাকে প্রয়োজনীয় মেরামতের মাধ্যমে বা অন্যবিধভাবে যথাসম্ভব পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিবেন ;

(খ) কার্য সম্পাদনের স্থান হইতে তজ্জনিত সকল আর্বজনা বা ধ্বংসাবশেষ সরাইয়া ফেলিবেন ;

(গ) কোন সম্পত্তির ক্ষতি হইলে উহার মালিক বা দখলকার বা তত্ত্বাবধায়ককে ক্ষতিপূরণ দিবেন ।

(৯) উপধারা (৬) এর অধীন কোন নোটিশ পাওয়ার ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে উক্ত জমির মালিক বা দখলকার বা তত্ত্বাবধায়ক কমিশনের নিকট লিখিত আপত্তি দাখিল করিতে পারেন; এবং এইরূপ কোন আপত্তি দাখিল করা হইলে কমিশন আপত্তি সম্পর্কে অনধিক ১৫ (পনর) দিনের মধ্যে অনুসন্ধান সমাপ্ত করিয়া প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত দিবে; এরূপ সিদ্ধান্ত উক্ত পরিচালনকারী ও আপত্তিকারী উভয়ের উপর বাধ্যকর ও চূড়ান্ত হইবে ; এবং এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোন আদালতে বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করা চলিবে না ।

৪৩। পথাধিকার প্রয়োগে মালিক ইত্যাদির অসম্মতি

(১) কোন জমির মালিক বা দখলকার বা তত্ত্বাবধায়ক ৪২(৫) ধারায় উল্লেখিত সম্মতি বা অনুমতি না দিলে বা উহা প্রত্যাখান করিলে, বা পথাধিকার প্রয়োগে বাধা দিলে পরিচালনকারী বিষয়টি সম্পর্কে কমিশনের নিকট একটি প্রতিবেদন দাখিল করিতে পারেন ।

(২) উপধারা (১) এ উল্লেখিত প্রতিবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে, কমিশন উহার বিবেচনায় যথাযথ অনুসন্ধানের পর যদি উক্ত জমিতে পরিচালনকারীর প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে কমিশন-

(ক) উক্ত অনুমতি বা সম্মতি লাভ বা পথাধিকার প্রয়োগের জন্য উহার বিবেচনামত যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারে ; এবং

(খ) ক্ষেত্রবিশেষে উক্ত জমিতে প্রবেশের জন্য পরিচালনকারীকে কর্তৃত্ব প্রদানসহ উক্ত কর্তৃত্ব বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তাহাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অনুরোধ করিতে পারিবে ; এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এইরূপ অনুরোধ অনুসারে সংশ্লিষ্ট জমিতে পরিচালনকারীর পথাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে ।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কমিশন কোন সরকারী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থাকে উহার জমিতে পরিচালনকারীর প্রবেশধিকারের জন্য অনুরোধ করিলে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে কমিশনের অনুরোধ রক্ষা করিবে; এই ব্যাপারে ঐকমত্য না হইলে কমিশন অনতিবিলম্বে বিষয়টি মন্ত্রীর নিকট

উত্থাপন করিবে এবং তিনি সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সহিত পরামর্শক্রমে অনধিক ১৫ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন ; এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ উক্ত সিদ্ধান্ত পালনে বাধ্য থাকিবে এবং এই সিদ্ধান্তের বৈধতা বা যথার্থতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না ।

৪৪ । ক্ষতিপূরণ

(১) পরিচালনকারী কর্তৃক ৪২ ধারার অধীনে তাহার পথাধিকার প্রয়োগ বা ৪৩ ধারার অধীনে তাহার প্রয়োজনে কৃত কোন কিছুর কারণে স্থায়ী বা অস্থায়ী যে কোন ধরণের ক্ষতির জন্য উক্ত পরিচালনকারী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পন্ন হওয়ার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দিবেন ।

(২) উপধারা (১) এ উল্লেখিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে বিরোধ দেখা দিলে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা বিষয়টি কমিশনের নিকট পেশ করিবেন এবং এতদবিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে, এবং এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোন আদালতে বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা চলিবে না ।

(৩) পরিচালনকারীর যে কাজের কারণে ক্ষতির উদ্ভব হয় সেই কাজ শেষ হওয়ার তিন বছরের মধ্যে এই ধারার অধীনে কমিশনের নিকট ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত দাবী বা বিরোধ পেশ করিতে হইবে এবং উক্ত সময়ের পরে ক্ষতিপূরণের কোন দাবী কমিশন অগ্রাহ্য করিবে এবং কমিশনের এই সিদ্ধান্তের বৈধতা বা যথার্থতা সম্পর্কে কোন আদালতে বা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবেনা ।

৪৫ । লাইসেন্সধারীর প্রয়োজনে বাধ্যতামূলকভাবে বেসরকারী জমি অধিগ্রহণ

(১) লাইসেন্সের অধীন কাজকর্ম সম্পাদন বা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কোন জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে লাইসেন্সধারী বাধার সম্মুখীন হইলে, বা উক্ত জমির মালিক বা দখলকারের সম্মতি পাওয়া না গেলে, Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance,1982 (II of 1982) এর অধীনে সরকার, কমিশনের সুপারিশক্রমে, সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবে যে, উক্ত জমি উক্ত লাইসেন্সধারীর কাজকর্মের জন্য অত্যাবশ্যক, এবং অতঃপর উহা অধিগ্রহণের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করা যাইবে ।

ব্যাখ্যাঃ এই উপ-ধারায় "জমি" বলিতে সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণাধীন জমি বুঝাইবে না।

(২) কোন জমির ব্যাপারে উপধারা (১) এ উল্লেখিত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হইলে , Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance,1982 (II of 1982) এর তাৎপর্যধীনে উক্ত জমি জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হইবে ।

(৩) এই ধারার অধীনে জমি অধিগ্রহণ বাবদ প্রদেয় ক্ষতিপূরণ ও অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক খরচ পরিচালনকারী বহন করিবেন ।

৪৬ । লাইসেন্স স্থগিতকরণ ও বাতিলকরণ

(১) কমিশন যে কোন লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করিতে পারে, যদি যুক্তিসংগত কারণে কমিশন মনে করে যে, লাইসেন্সধারী-

(ক) বর্তমানে এমন ব্যক্তি যিনি লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারী হইলে উপ-ধারা ৩৬ (৩) উল্লেখিত কারণে তাহার আবেদন না মঞ্জুর হইত ;

(খ) উক্ত উপ-ধারায় উল্লেখিত অযোগ্যতা গোপন করিয়া লাইসেন্স হাসিল করিয়াছেন ;

(গ) লাইসেন্সে নির্দিষ্টকৃত সময়সীমার মধ্যে উহাতে উল্লেখিত সেবা প্রদান শুরু করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন ; বা

(ঘ) এই আইন বা তদধীন প্রণীত প্রবিধানের কোন বিধান বা লাইসেন্সের কোন শর্তভংগ করিয়াছেন ।

(২) কমিশন প্রস্তাবিত স্হগিতকরণ বা বাতিলকরণের কারণ উল্লেখপূর্বক তৎসম্পর্কে লাইসেন্সধারীর লিখিত বক্তব্য, (যদি থাকে,) ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপস্থাপনের নির্দেশ সম্বলিত একটি লিখিত নোটিশ দিবে ।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে লাইসেন্সধারীর কোন লিখিত বক্তব্য (যদি থাকে) বিবেচনার পর কমিশন কোন শর্ত ব্যতিরেকে বা শর্ত সাপেক্ষে -

(ক) প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারে ;

(খ) লাইসেন্সটি বাতিল করিতে পারে ;

(গ) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য লাইসেন্সটি স্হগিত করিতে পারে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্হা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারে ;

(ঘ) অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা প্রদানের জন্য এবং যথাযথ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্হা গ্রহণের জন্য লাইসেন্সধারীকে নির্দেশ দিতে পারে ; অথবা

(ঙ) দফা (গ) এবং (ঘ) তে উল্লেখিত উভয় প্রকার ব্যবস্হা নিতে পারে ।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে গৃহীত ব্যবস্হার কারণে কোন প্রকার ক্ষতির জন্য লাইসেন্সধারী কোন ক্ষতিপূরণের দাবী কোন আদালতে বা কোন কর্তৃপক্ষের নিকট উত্থাপন করিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ দাবী উত্থাপিত হইলেও কোন উক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষ তাহা সরাসরি নাকচ করিয়া দিবে ।

৪৭ । আন্তঃসংযোগ (Interconnection)

(১) এই আইন এবং প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে, একজন পরিচালনকারী তাহার টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের সহিত অপর একজন লাইসেন্সধারীর টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের আন্তঃসংযোগ স্হাপন করিতে পারিবেন ।

(২) কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোন ভৌগোলিক এলাকায় বিদ্যমান গ্রাহকগণের ২৫%এর অধিক একাধিক পরিচালনকারীর নেটওয়ার্কভূক্ত হইলে তাহারা আন্তঃসংযোগ এবং উক্ত আন্তঃসংযোগ ব্যবহারের সুযোগ প্রদানের ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত বাধ্যবাধকতা পালন করিবেন ঃ

(ক) উক্ত পরিচালনকারীগণের মধ্যে নূতন পরিচালনকারী যে তারিখে প্রথম টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান শুরু করেন সেই তারিখ হইতে অনধিক ৩ (তিন) মাসের মধ্যে আন্তঃ সংযোগ চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে ;

(খ) উক্ত পরিচালনকারীগণ একে অন্যের সহিত আলোচনাক্রমে আন্তঃসংযোগ চুক্তি সম্পাদন করিবেন, তবে তাহাদের যে কোন পক্ষের আবেদনক্রমে কমিশন সংশ্লিষ্ট পরিস্হিতি বিবেচনাক্রমে উক্ত সময়সীমা অনধিক ৩ (তিন) বৎসর বৃদ্ধি করিতে পারিবে এবং এইরূপ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কমিশন পূর্ণ ব্যাখ্যাসহ ঢাকা হইতে প্রকাশিত এবং বহুল প্রচারিত অন্ততঃ দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিবে ;

(গ) সাধারণ টেলিফোন বা জনসাধারণের ব্যবহার্য সেলুলার মোবাইল টেলিফোনের সেবা প্রদান করেন এইরূপ পরিচালনকারী বা কোন বিশেষ পরিস্হিতিতে যথাযথ মনে করিলে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন পরিচালনকারী কর্তৃক প্রদত্ত সর্বজনীন সেবা প্রদান (universal service) বাবদ প্রকৃত খরচ পরস্পর সম্মত হারে প্রদান করিবেন ; এবং এইরূপ হার সম্পর্কে তাহারা সম্মত না হইলে কমিশন কর্তৃক

নির্ধারিত হারে উক্ত খরচ বহন করিবেন, যদি এই খরচ আন্তঃখরচ সংযোগ বাবদ মোট খরচের অংশ বলিয়া নির্ধারিত হয় ;

(ঘ) পরিচালনকারীগণ আন্তঃসংযোগ চুক্তির শর্তাবলী নির্ধারণের ক্ষেত্রে, বৈষম্যমূলক আচরণ পরিহার করিবেন, স্বচ্ছতা সহকারে কাজ করিবেন এবং এই সকল শর্ত সদৃশ ক্ষেত্রে সদৃশভাবে প্রয়োগ করিবেন ;

(ঙ) আন্তঃসংযোগ চুক্তির অনুলিপি কমিশনকে ও আগ্রহী পক্ষকে সরবরাহ করিতে হইবে ;

(চ) আন্তঃসংযোগ সুবিধা ব্যবহারের জন্য আদায়যোগ্য চার্জ নির্ধারিত হইবে আন্তঃসংযোগ বাবদ প্রকৃত খরচ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিনিয়োগের উপর যুক্তিসংগত মুনাফা এই দুইয়ের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ; এবং এই চার্জ নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা থাকিতে হইবে ;

(ছ) পরিচালনকারীগণ প্রত্যেকে আন্তঃসংযোগের জন্য আলাদা আলাদা হিসাব রাখিবেন, যাহাতে আন্তঃসংযোগ বাবদ প্রতিটি খাতের ব্যয় এবং আয় সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় ।

(৩) কমিশন-

(ক) যে কোন পরিচালনকারীকে তাহার আন্তঃসংযোগ বাবদ খরচ এবং আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা বাবদ ধার্যকৃত চার্জের যৌক্তিকতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিতে পারে ;

(খ) গ্রাহকগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক আন্তঃসংযোগের ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবে ;

(গ) আন্তঃসংযোগ চুক্তির সাধারণ শর্তাবলী এবং দিক্ নির্দেশনা (guide lines) সম্বলিত নির্দেশিকা প্রকাশ করিবে ।

(৪) আন্তঃসংযোগ চুক্তি সম্পাদনে আগ্রহী পক্ষগণ বা উপ-ধারা (২) এর অধীনে যাহাদের এইরূপ চুক্তি সম্পাদনের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে তাহারা উক্ত চুক্তির শর্তের বিষয়ে ঐক্যমতে উপনীত না হইতে পারিলে যে কোন পক্ষ কমিশনের নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করিতে পারে বা কমিশন স্বীয় উদ্যোগে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য গ্রহণ করিতে পারে, এবং কমিশন উহার বিবেচনা মত যথাযথ শর্ত নির্ধারণ করিয়া দিতে পারে ।

(৫) কমিশন যথাযথ ক্ষেত্রে নিজ উদ্যোগে -

(অ) জনস্বার্থ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, আন্তঃসংযোগের যে কোন বিষয়ে যে কোন পরিচালনকারীর কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিতে পারে ;

(আ) সম্পাদিত যে কোন আন্তঃসংযোগ চুক্তির শর্তে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে নির্দেশ দিতে পারে ;

(ই) প্রস্তাবিত আন্তঃসংযোগ চুক্তির উপর আলোচনা ও উহা চূড়ান্তকরণের জন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে ;

(ঈ) আন্তঃসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি বা চালু রাখার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারে ।

ষষ্ঠ অধ্যায়
ট্যারিফ, চার্জ ইত্যাদি

৪৮। ট্যারিফ অনুমোদন

(১) পরিচালনকারী তৎকর্তৃক প্রদেয় সেবা প্রদান শুরু করার পূর্বেই উক্ত সেবা বাবদ প্রদেয় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন চার্জের হার বিশিষ্ট একটি ট্যারিফ কমিশনের নিকট পেশ করিবেন এবং কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পরিচালনকারী উক্ত সেবা প্রদান বা সেবা বাবদ কোন ধরনের চার্জ আদায় শুরু করিবেন না ।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে ট্যারিফ পেশ করার সময় পরিচালনকারী উক্ত ট্যারিফ নির্ধারণের ভিত্তি সম্পর্কিত তথ্যাদিও সংযুক্ত করিবে ।

(৩) পেশকৃত ট্যারিফ অনুমোদন করিলে উহা জনসাধারণের অবগতি ও পরিদর্শনের জন্য কমিশন তৎকর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে প্রকাশ করিবে এবং প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত তথ্যাদিও উহাতে সন্নিবেশ করিতে পারিবে ।

(৪) পরিচালনকারী কর্তৃক ট্যারিফ পেশ করার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কমিশন -

(ক) সংশোধনসহ বা সংশোধন ব্যতিরেকে উক্ত ট্যারিফ অনুমোদন করিবে, বা তদস্থলে একটি বিকল্প ট্যারিফ প্রতিস্থাপন করিবে বা একটি বিকল্প ট্যারিফ দাখিলের জন্য পরিচালনকারীকে নির্দেশ দিবে ;

(খ) উক্ত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে পেশকৃত ট্যারিফ নামঞ্জুর করিবে এবং উহা নামঞ্জুর করার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিবে ; অথবা

(গ) দফা (ক) বা (খ) এর অধীনে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে উহার কারণ উক্ত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বা উহার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে জনসমক্ষে প্রকাশ করিবে এবং কত দিনের মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে কমিশন ইচ্ছুক তাহাও সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করিবে, তবে এই বিলম্ব ৬০ (ষাট) দিনের বেশী হওয়া চলিবে না ।

৪৯। কমিশন কর্তৃক ট্যারিফ নির্ধারণের নীতিমালা

(১) ট্যারিফ অনুমোদন বা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমিশন নিম্নবর্ণিত সাধারণ নীতিমালা অনুসরণ করিবে ঃ-

(ক) ট্যারিফ হইবে ন্যায্য ও যুক্তিসংগত ;

(খ) একটি নির্দিষ্ট সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন ব্যক্তি বা উক্ত সেবার বিভিন্ন গ্রাহকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চার্জ সমভাবে প্রযোজ্য হইবে ;

(গ) যদি কোন পরিচালনকারী এমন একাধিক সেবা প্রদান করেন যে, একটি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাজারে প্রতিযোগিতা আছে কিন্তু অপর একটি সেবার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা নাই, তাহা হইলে ঃ

(অ) প্রতিযোগিতাবিহীন সেবার আয় হইতে প্রতিযোগিতামূলক সেবার জন্য কোন ভর্তুকি প্রদান করা যাইবে না ;

(আ) এই আইন প্রবর্তনের সময় বিদ্যমান প্রতিযোগিতাবিহীন সেবার ক্ষেত্রে উহার আয় হইতে এইরূপ ভর্তুকির ব্যবস্থা থাকিলে, উক্ত ভর্তুকি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত ক্রমবর্ধমান হারে (progressively) তুলিয়া দিতে হইবে ;

(ঘ) কোন সেবার ট্যারিফ বা উক্ত সেবার জন্য প্রদেয় কোন চার্জের ব্যাপারে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা শ্রেণীকে অন্যায়ভাবে বা অযৌক্তিকভাবে বৈষম্য বা আনুকূল্য প্রদর্শন বা অসুবিধাজনক পরিস্থিতির শিকার করা হইবে না ।

(২) কোন ট্যারিফ ন্যায্য ও যুক্তিসংগ্ত কিনা তাহা নির্ধারণের জন্য কমিশন যে কোন স্পষ্ট ও যুক্তিসংগ্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারে, এবং এইরূপ পদ্ধতি কোন পরিচালনকারীর সংশ্লিষ্ট রিটার্ন ভিত্তিক বা অন্যবিধ তথ্যভিত্তিক হইতে পারে ।

(৩) কোন পরিচালনকারীর প্রদত্ত সেবার ক্ষেত্রে কমিশন যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে-

(ক) উক্ত পরিচালনকারীর কোন অধীনস্থ সহযোগীর কোন কাজকর্ম উক্ত সেবা প্রদান কাজকর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ ; এবং

(খ) উক্ত সেবা বাবদ পরিচালনকারী কর্তৃক ধার্যকৃত চার্জের হারকে ন্যায্য এবং যুক্তিসংগ্ত করার জন্য এই আইন বা প্রবিধানে পর্যাপ্ত বিধান নাই ;

তাহা হইলে কমিশন উক্ত সহযোগীর সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম হইতে প্রাপ্ত আয়ের সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষকে পরিচালনকারীর আয় বলিয়া গণ্য করিতে পারিবে ।

৫০। বৈষম্যমূলক চার্জ নিষিদ্ধ

(১) কোন পরিচালনকারী, তাহার প্রদত্ত সেবা অথবা উহার জন্য প্রদেয় চার্জের ব্যাপারে, অন্যায় বা অযৌক্তিকভাবে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা শ্রেণীর ক্ষেত্রে বৈষম্য করিবেন না অথবা অন্যায় বা অযৌক্তিক বা অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিবেন না, অথবা তিনি নিজের ক্ষেত্রে বা অন্য কাহারও ক্ষেত্রে কোন অন্যায় বা অযৌক্তিক আনুকূল্য প্রদর্শন করিবেন না ।

(২) কোন পরিচালনকারীর বিরুদ্ধে উক্তরূপ কোন বৈষম্য প্রদর্শন, অসুবিধা ঘটানো বা আনুকূল্য প্রদর্শনের অভিযোগ উত্থাপনের ক্ষেত্রে-

(ক) উক্ত অভিযোগের প্রাথমিক যৌক্তিকতা আছে বলিয়া কমিশন বিবেচনা করিলে অভিযোগ প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে, অভিযোগ সম্পর্কে তাহার লিখিত বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য পরিচালনকারীকে ১৫ (পনের) দিনের একটি নোটিশ দিবে ;

(খ) এতদবিষয়ে পরিচালনকারীর আচরণ যে বৈষম্যমূলক, অসুবিধা সৃষ্টিকারী বা আনুকূল্যমূলক নহে তাহা কমিশনের নিকট প্রমাণ করার দায়িত্ব বর্তাইবে পরিচালনকারীর উপর ;

(গ) উক্ত অভিযোগ ও পরিচালনকারীর বক্তব্য বিবেচনান্তে কমিশন উপ-ধারা (৩) অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে ।

(৩) উপ-ধারা (১) এর বিধান ভঙ্গ করিলে কমিশন পরিচালনকারীর উপর অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে বা ক্ষেত্র বিশেষে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য পরিচালনকারীকে নির্দেশ দিতে বা সংশ্লিষ্ট বৈষম্যমূলক কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকার জন্য উক্ত পরিচালনকারীকে নির্দেশ দিতে বা এইরূপ একাধিক বা সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে ।

সপ্তম অধ্যায়
টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ও সেবার মান ইত্যাদি

৫১। টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতির মান

(১) উপ-ধারা (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, কমিশন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এবং টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতির কারিগরী দিক সম্পর্কে জাতীয়মান (Standards) ও মানদন্ড (Criteria) নির্ধারণ করিয়া দিতে পারে।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশন-

(ক) এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর যন্ত্রপাতির বিভিন্ন মান, মানদন্ড এবং উহা পালিত হইতেছে কিনা তাহা যাচাইয়ের পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারে ;

(খ) সরকারী গেজেটে এবং অন্ততঃ দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নোটিশ দ্বারা এইরূপ মান, মানদন্ড ও পদ্ধতি নির্ধারণের ইচ্ছা ব্যক্ত করিবে এবং উহাতে প্রস্তাবিত মান ও মানদন্ড সম্পর্কে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জনসাধরণের নিকট হইতে মন্তব্য বা পরামর্শ আহ্বান করিবে, এবং এইরূপ মান, মানদন্ড ও পদ্ধতি কখন হইতে কার্যকর হইবে তাহাও প্রকাশ করিবে ;

(গ) দফা (খ) এর অধীনে কোন মন্তব্য বা পরামর্শ পাওয়া গেলে কমিশন উহা বিবেচনান্তে সংশ্লিষ্ট মান, মানদন্ড ও পদ্ধতি চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করিবে এবং উহা পুনরায় একইভাবে প্রকাশ করিবে ;

(ঘ) বেতার যন্ত্রপাতি ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যন্ত্রপাতির মান এবং প্রযোজ্য কারিগরী শর্তাবলী নির্ধারণ করিতে পারে ।

(৩) এই ধারার অধীনে মান ও মানদন্ড এবং উহা যাচাইয়ের পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমিশন একটি নিরাপদ, আধুনিক ও দক্ষ টেলিযোগাযোগ সেবা এবং আন্তঃসংযোগের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রাখিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৪) এই ধারার অধীনে মান ও মানদন্ড এবং তৎসম্পর্কিত লাইসেন্সের শর্তাবলী নির্ধারণ ব্যতীত, কমিশন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় বা লাইসেন্সযোগ্য সেবায় কোন নির্দিষ্ট কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান বা উৎপাদনকারীর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হইবে কিনা তৎসম্পর্কে কোন বাধা-নিষেধ আরোপ করিবে না ।

৫২। প্রান্তিক যন্ত্রপাতির কারিগরী মান ইত্যাদি

(১) প্রান্তিক যন্ত্রপাতির নাম, বিবরণ (specification), কারিগরী মান ও আনুষংগিক বিষয়াদি নির্ধারণ করিয়া কমিশন সময় সময় নির্দেশিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে ।

(২) প্রান্তিক যন্ত্রপাতি উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাত করণ এবং উহা টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় স্থাপনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি উক্ত নির্দেশিকা অনুসরণ করিবেন ।

৫৩। ক্ষতিকর প্রতিবন্ধকতা (Interference) অনুসন্ধান ইত্যাদি

(১) কমিশন ক্ষতিকর প্রতিবন্ধকতা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে এবং যে ব্যক্তির দখলে বা নিয়ন্ত্রণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বেতার যন্ত্রপাতি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি আছে বলিয়া কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহাকে উক্ত যন্ত্রপাতির ব্যবহার বন্ধ রাখিবার আদেশ দিতে পারে বা আদেশে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উহার যথাযথ মেরামত বা পরিবর্তন করার নির্দেশ দিতে পারে যেন উক্ত প্রতিবন্ধকতা আর না থাকে, এবং উক্ত আদেশ উক্ত ব্যক্তি পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন ।

(২) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ লংঘন করেন বা উহা পালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উক্ত লংঘন বা ব্যর্থতা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন ।

(৩) ক্ষতিকর প্রতিবন্ধকতা অনুসন্ধানের জন্য পরিবীক্ষন বা সর্তক তত্ত্বাবধান (surveillance) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি সম্বলিত মুদ্রিত দলিলে কমিশনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দস্তখত থাকিলে বা এইরূপ পরীবিক্ষণ বা তত্ত্বাবধানের প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক কৌশল অবলম্বনে প্রাপ্ত তথ্যকে উক্ত কর্মকর্তা সত্যায়ন করিলে উহা উক্ত প্রতিবন্ধকতার অস্তিত্ব প্রমাণের সাক্ষ্য হিসাবে কমিশন কর্তৃক গৃহীত বা আদালতের কার্যধারায় গ্রহণযোগ্য হইবে।

৫৪ । টেলিযোগাযোগ সেবার মান নির্ধারণ

(১) কমিশন প্রবিধান দ্বারা, বা ঢাকা হইতে প্রকাশিত এবং বহুল প্রচারিত অন্ততঃ দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় সময় সময় প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবার জন্য বিভিন্ন মান নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং এইরূপ মান অনুসারে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানে লাইসেন্সধারী বাধ্য থাকিবেন ।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন সেবার মান নির্ধারিত হইলে গ্রাহকগণ যাহাতে সহজে উক্ত মান সম্পর্কে অবহিত হইতে পারেন তজ্জন্য কমিশন সময় সময় প্রচারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ।

অষ্টম অধ্যায়
বেতার যোগাযোগ ও স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা

৫৫ । বেতার যন্ত্রপাতির জন্য লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা, এখ্‌তিয়ার, পদ্ধতি ইত্যাদি

(১) কোন ব্যক্তি লাইসেন্স ব্যতিরেকে বাংলাদেশের ভূখন্ডে বা আঞ্চলিক সমুদ্রসীমায় বা উহার উপরস্থ আকাশসীমায় বেতার যোগাযোগের উদ্দেশ্যে কোন বেতার যন্ত্রপাতি স্থাপন, পরিচালনা বা ব্যবহার করিবেন না বা কোন বেতার যন্ত্রপাতিতে কমিশন কর্তৃক বরাদ্দকৃত বেতার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যতীত অন্য কোন ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করিবেন না ।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ইস্যুকরণ এবং বেতার ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দের একক এখ্‌তিয়ার থাকিবে কমিশনের ।

(৩) উক্ত লাইসেন্স ইস্যুকরণ বা ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দকরণ, উহা নবায়ন, স্থগিতকরণ, বাতিলকরণের পদ্ধতি, লাইসেন্সধারীর যোগ্যতা, অযোগ্যতা, ফিস এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় প্রবিধান ধারা নির্ধারিত হইবে এবং প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কমিশনের সাধারণ বা বিশেষ সিদ্ধান্ত এই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে ।

(৪) এই ধারার অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্স বা বরাদ্দকৃত ফ্রিকোয়েন্সি বা উহা ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তর যোগ্য হইবেনা এবং হস্তান্তর করা হইলে উহা ফলবিহীন হইবে ।

(৫) উক্ত লাইসেন্সের ক্ষেত্রে ধারা ৩৭ (৩) এর দফা (ঝ) প্রযোজ্য হইবে ।

(৬) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন লাইসেন্স গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না ঃ-

(ক) পুলিশ, বাংলাদেশ রাইফেলস্, কোষ্টগার্ড, প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহ এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক, উহাদের স্বীয় প্রয়োজনে, বেতার যন্ত্রপাতি স্থাপন, পরিচালনা, বা ব্যবহার ;

(খ) সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা কোন গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক উহার স্বীয় প্রয়োজনে, বেতার যন্ত্রপাতি স্থাপন, পরিচালনা, বা ব্যবহার ;

(গ) রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত কোন যুদ্ধ জাহাজ বা সামরিক বিমানসহ অন্যান্য যানবাহনে বেতার যন্ত্রপাতি স্থাপন, পরিচালনা, বা ব্যবহার ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারায় উল্লেখিত প্রতিটি ক্ষেত্রে কমিশনের বরাদ্দ ব্যতীত কোন বেতার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করা যাইবে না ।

(৭) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘনক্রমে লাইসেন্স ব্যতিরেকে বেতার যন্ত্রপাতি স্থাপন, পরিচালনা বা ব্যবহার করিলে বা কমিশনের বরাদ্দ না লইয়া কোন রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করিলে তাহার উক্ত কাজ হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত অপরাধ অব্যাহতভাবে সংঘটিত হইলে অব্যাহত মেয়াদের প্রথম দিনের পরবর্তী প্রত্যেক দিনের জন্য অতিরিক্ত অনধিক ২০ (কুড়ি) হাজার টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৫৬ । স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা কমিটি

(১) কমিশন, এই আইন প্রবর্তনের পর যত শীঘ্র সম্ভব, বেতার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবস্থাপনার জন্য স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে একটি কমিটি, অতঃপর এই অধ্যায়ে কমিটি বলিয়া উল্লেখিত, গঠন করিবে ।

(২) কমিটি একজন কমিশনার এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য সদস্য সমন্বয় গঠিত হইবে ; এবং কমিটির সভাপতি হইবেন উক্ত কমিশনার ।

(৩) এইরূপ কমিটি গঠন করা হইলে কমিশন কমিটি গঠনের বিষয়টি অবিলম্বে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিবে এবং মন্ত্রণালয় এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে বরাদ্দকৃত বেতার ফ্রিকোয়েন্সি সংক্রান্ত কাগজ-পত্র এবং ফ্রিকোয়েন্সি ও ওয়ারলেস বোর্ডের নিকট নিষ্পন্নাধীন বেতার ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ করণের আবেদনসহ অন্যান্য বিষয় ও উহার সামগ্রিক কার্যভার কমিটির নিকট হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে ; এইরূপ হস্তান্তরের পর উক্ত বোর্ডের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে ।

(৪) কমিশনের সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশনা সাপেক্ষে, কমিটি উহার সভা অনুষ্ঠান, কার্য পরিচালনা, সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী নির্ধারণ করিতে পারিবে ।

(৫) এই অধ্যায়ের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ-

(ক) বেতার ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দকরণ এবং বেতার ফ্রিকোয়েন্সির মূল্য ধার্যকরণের নীতি নির্ধারণের জন্য কমিশনের নিকট সুপারিশ ;

(খ) সম্প্রচার, বিভিন্ন লাইসেন্সধারী ও সংস্থার ব্যবহার্য বেতার যন্ত্রপাতি ও সেবার জন্য বেতার ফ্রিকোয়েন্সি নির্ধারণ ও উহা বরাদ্দকরণের জন্য কমিশনের নিকট সুপারিশ ;

(গ) বরাদ্দকৃত বেতার ফ্রিকোয়োন্সি ব্যবহারের পদ্ধতি ও সময়সীমা নির্ধারণ, এবং উহা বাতিল বা সংশোধন সম্পর্কে কমিশনের নিকট সুপারিশ ;

(ঘ) বেতার ফ্রিকোয়েন্সির আন্তর্জাতিক ও বহুমুখী ব্যবহারের সমন্বয় সাধন ও উহার খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন; এবং উহা অনুমোদনের জন্য কমিশনের নিকট উপস্থাপন ও সময় সময় অনুমোদিত নীতিমালা পুনরীক্ষণ (revision) ;

(ঙ) বেতার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডের (Band) যথাযথ ব্যবহার এবং উন্নততর তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যান্ড ব্যবহারের বিষয় পুনরীক্ষণ ;

(চ) বেতার যন্ত্রপাতি বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যন্ত্রপাতির ব্যাপারে প্রযোজ্য কারিগরী মান নির্ধারণ এবং সংশ্লিষ্ট কারিগরী গ্রহণযোগ্যতা সনদ ইস্যুর সুপারিশ ;

(ছ) বেতার যন্ত্রপাতির লাইসেন্সের ব্যাপারে কমিশনের নিকট সুপারিশ ;

(জ) বরাদ্দকৃত বেতার ফ্রিকোয়েন্সি স্পেকট্রাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই আইন ও প্রবিধানের বিধানাবলী পালিত হইতেছে কিনা তাহা পরিবীক্ষণ এবং উহার পরিপ্রেক্ষিতে কোন কিছু করণীয় থাকিলে সে বিষয়ে কমিশনের নিকট সুপারিশ ।

(৬) উপ-ধারা (৫) এ উল্লেখিত দায়িত্ব ও কার্যবলী ছাড়াও কমিশন অন্যান্য দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য কমিটিকে নির্দেশ দিতে পারিবে ।

(৭) উপ-ধারা (৫) এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে, কমিটি আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন বা উহার সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি বা সংস্থার সুপারিশকৃত এবং প্রযোজ্য মানদন্ড যতদূর সম্ভব অনুসরণ করিবে।

(৮) বেতার যন্ত্রপাতির লাইসেন্স, বেতার ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ বা কারিগরী গ্রহণযোগ্যতা সনদ প্রাপ্তির জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করিতে হইবে, এবং কমিশন, আবেদনটি প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে উহার মন্তব্যসহ (যদি থাকে) উহা কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে এবং ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর কমিটি তৎসম্পর্কে উহার সুপারিশ ও মন্তব্য সহ কমিশনের নিকট পেশ করিবে ।

(৯) কমিটির সুপারিশ ও মন্তব্য বিবেচনান্তে কমিশন সংশ্লিষ্ট দরখাস্তকারীর অনুকূলে লাইসেন্স ইস্যু, বেতার ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ ও কারিগরী গ্রহণযোগ্যতা সনদ ইস্যুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং এইরূপ সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলী কমিটির সুপারিশক্রমে কমিশন নির্ধারণ করিবে ।

৫৭ । কারিগরী গ্রহণযোগ্যতা সনদ

(১) যে বেতার যন্ত্রপাতি বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য কারিগরী গ্রহণযোগ্যতা সনদের প্রয়োজন হয় তাহা কমিশন, ঢাকা হইতে প্রকাশিত এবং বহুল প্রচারিত অন্ততঃ দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবে ।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি বা প্রণীত প্রবিধান অনুযায়ী কারিগরী গ্রহণযোগ্যতা সনদের প্রয়োজন হয় এইরূপ যন্ত্রপাতি, উক্ত সনদ অনুযায়ী ব্যতীত কোন ব্যক্তি ব্যবহার, বিতরণ, পরিবেশন, ইজারাদান, বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব বা প্রদর্শন করিতে পারিবেন না ।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (২) এর বিধান লংঘন করিলে উক্ত লংঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তিনি তজ্জন্য ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত যন্ত্রপাতির ব্যাপারে কমিশন-

(ক) স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ধারা ৫৬ (৫) (চ) অনুযায়ী নির্ধারিত মান সম্পর্কে প্রবিধান প্রণয়ন বা বিজ্ঞপ্তি আকারে ঢাকা হইতে প্রকাশিত এবং বহুল প্রচারিত অন্ততঃ দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রচার করিবে ; বা

(খ) প্রবিধান দ্বারা সংশ্লিষ্ট কারিগরী গ্রহণযোগ্যতা সনদ ইস্যু, নবায়ন, স্হগিতকরণ ও বাতিলকরণের পদ্ধতি ও আনুষংগিক অন্যান্য বিষয়াদি নির্ধারণ করিবে এবং এইরূপ প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নির্ধারণ করিবে ।

(৫) এই ধারার অধীনে ইস্যুকৃত কারিগরী গ্রহনযোগ্যতা সনদ উহাতে উল্লেখিত মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকিবে এবং মেয়াদান্তে উহা কমিশন কর্তৃক নবায়নযোগ্য হইবে ।

(৬) কারিগরী গ্রহণযোগ্যতা সনদ ইস্যুকরণ, নবায়ন, বাতিলকরণ ও স্হগিতকরণের পদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট ফিস প্রবিধান দ্বারা বা প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কমিশনের প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে ।

৫৮ । তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির নির্গমন পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত হইয়াছে এইরূপ আন্তর্জাতিক চুক্তির বিধান সাপেক্ষে, বাংলাদেশের ভূখন্ডে, আঞ্চলিক সমুদ্রসীমায় (Territorial Waters) এবং উক্ত ভূখন্ড ও সমুদ্রসীমার উপরস্হ আকাশে সকল প্রকার তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির নির্গমন (emission) পরিবীক্ষণ ও উহার ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবে ।

নবম অধ্যায়
গ্রাহকদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি

৫৯। গ্রাহকদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধান

(১) এই আইনের অধীন টেলিযোগাযোগ সেবা বা তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে গ্রাহকগণের অসুবিধা বা অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য প্রত্যেক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অভিযোগ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করিবে এবং এই সব কেন্দ্রের অবস্থান ও উহার সহিত যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ সময় সময় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবেন।

(২) যে কোন গ্রাহক তাহার অসুবিধা বা অভিযোগ উক্ত কেন্দ্রে টেলিফোন বার্তার মাধ্যমে বা লিখিতভাবে পেশ করিতে পারিবেন।

(৩) গ্রাহকগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত সকল অভিযোগ এবং উহা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য উক্ত কেন্দ্রে একটি রেজিস্ট্রিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৪) গ্রাহকগণের অসুবিধা সংক্রান্ত কোন তথ্য বা অভিযোগ প্রাপ্তির পর সেবা প্রদানকারী উহা অবিলম্বে নিষ্পত্তি করিবে এবং এই ব্যাপারে কমিশন কর্তৃক প্রণীত কার্য পদ্ধতি (code of practice) অনুসরণ করিবে।

(৫) কোন গ্রাহক তাহার অসুবিধা বা অভিযোগ সম্পর্কে সেবা প্রদানকারীকে অবহিত করা সত্ত্বেও উহা যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে নিষ্পত্তি না করা হইলে উক্ত গ্রাহক কমিশনের নিকট লিখিতভাবে বিষয়টি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৬) এইরূপ আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কমিশন উক্ত অসুবিধা বা অভিযোগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর সেবা প্রদানকারীর করণীয় সম্পর্কে যথাযথ নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পালন করা না হইলে কমিশন ধারা ৬৩ এর অধীন বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন আদেশ জারী করিতে পারিবে।

দশম অধ্যায়
পরিদর্শন ও বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন

৬০ । পরিদর্শক নিয়োগ

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন উহার যে কোন কর্মকর্তাকে পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে ।

৬১ । পরিদর্শকের ক্ষমতা

(১) এই আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের প্রয়োজনে, একজন পরিদর্শক উপধারা (৩) সাপেক্ষে -

(ক) যে কোন যুক্তিসংগত সময়ে যে কোন স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন, যদি তাহার এইরূপ বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, উক্ত স্থানে -

(অ) এই আইনের অধীনে অনুমোদিত নহে এইরূপ বেতার যন্ত্রপাতি বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যন্ত্রপাতি আছে বা ব্যবহার করা হইতেছে ; বা

(আ) এই আইনের অধীনে অনুমোদিত নহে এইরূপ কোন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি আছে ; বা

(ই) প্রয়োজনীয় লাইসেন্স বা পারমিট ব্যতিরেকে বা উহার শর্ত ভঙ্গ করিয়া টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান বা বেতার যন্ত্রপাতি স্থাপন বা পরিচালনা করা হইতেছে ;

(খ) উক্ত যন্ত্রপাতি পাওয়া গেলে উহা পরীক্ষা করিতে পারিবেন ;

(গ) উক্ত স্থানে দৃষ্ট যে কোন লগ বুক, প্রতিবেদন, উপাত্ত, নথিপত্র, বিল বা অন্যবিধ দলিল পরীক্ষা করিতে পারিবেন, যদি তিনি যুক্তিসংগত কারণে মনে করেন, যে এই আইন বা প্রবিধান বা তদধীনে কমিশন প্রদত্ত নির্দেশ বা নির্দেশনা প্রয়োগের জন্য উক্ত পরীক্ষা প্রয়োজন, এবং তিনি উহার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষের অনুলিপি বা ফটোকপি , বা প্রয়োজনীয় তথ্যাদিও (extract) সংগ্রহ করিতে পারেন ;

(ঘ) উক্ত ব্যবস্থা বা যন্ত্রপাতির দখলকার, ব্যবহারকারী বা নিয়ন্ত্রণকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন এবং তাহার পলাতক হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে করিলে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে এবং উক্ত যন্ত্রপাতি সরাইয়া ফেলা বা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে তাহা আটক করিতে পারেন ;

(ঙ) যে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা সেবা প্রদানের জন্য যে যন্ত্রপাতি অনুমোদিত নহে উহা আটকের জন্য কমিশনের নিকট সুপারিশ করিতে পারেন ।

(২) উপধারা (১) (ঙ) অনুযায়ী প্রাপ্ত সুপারিশ বিবেচনান্তে কমিশন উক্ত যন্ত্রপাতি আটক করিতে পারিবে এবং এইরূপ আটককৃত যন্ত্রপাতি আপাতঃ দৃষ্টে মালিকবিহীন হইলে উহা কমিশনে ন্যস্ত হইবে, এবং পরবর্তী অনধিক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কোন ব্যক্তি উক্ত যন্ত্রপাতির মালিকানা দাবী করিলে, প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর, কমিশন তাহাকে উহা ফেরত দিতে পারিবে বা কমিশনের বিবেচনামত অন্যবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে ।

(৩) উপধারা (১) এ উল্লেখিত স্থান কাহারো আবাসস্থল হইলে, পরিদর্শক উহার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা তত্ত্বাবধানকারীর সম্মতি ব্যতীত, সেখানে প্রবেশ করিতে পারিবেন না, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে তিনি উক্ত সম্মতি ব্যতিরেকে প্রবেশ করিতে পারেন ঃ-

(ক) যদি উপধারা (৪) এর অধীনে ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়ারেন্ট ইস্যু করিয়া থাকেন ; বা

(খ) যদি এমন বিশেষ পরিস্থিতি থাকে যে, ওয়ারেন্ট সংগ্রহ করা বাস্তবসম্মত নহে ।

ব্যাখ্যা ঃ এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ম্যাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেন্ট সংগ্রহজনিত বিলম্বের কারণে জীবন, সম্পত্তি বা সংঘটিত অপরাধের সাক্ষ্যের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন বা সাক্ষ্য বিনষ্ট বা অপসারিত হইতে পারে এইরূপ পরিস্থিতি দফা (খ) এর আওতায় বিশেষ পরিস্থিতি বলিয়া গণ্য হইবে ।

(৪) পরিদর্শকের কোন প্রতিবেদন অথবা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক সত্যতার প্রত্যায়নসহ প্রদত্ত কোন তথ্যের ভিত্তিতে যদি প্রতীয়মান হয় যে-

(ক) এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত কোন আবাসস্থলে প্রবেশ করা পরিদর্শকের প্রয়োজন; এবং

(খ) উহাতে প্রবেশের জন্য সম্মতি দেওয়া হয় নাই, বা ইহা বিশ্বাস করার যুক্তিসংগ্ত কারণ আছে যে, সম্মতি দেওয়া হইবে না

তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকের আবেদনক্রমে একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন এলাকায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত পরিদর্শককে উক্ত গৃহে প্রবেশের ক্ষমতা দিয়া এবং যথাযথক্ষেত্রে বল প্রয়োগের ক্ষমতাসহ একটি ওয়ারেন্ট ইস্যু করিতে পারেন, এবং এইরূপ ওয়ারেন্টে পরিদর্শকের নাম উল্লেখ করিবেন ও প্রয়োজনবোধে কোন শর্তও আরোপ করিতে পারিবেন ।

(৫) উপধারা (৪) এর অধীনে ইস্যুকৃত ওয়ারেন্টবলে কোন আবাসস্থলে প্রবেশের ক্ষেত্রে, পরিদর্শক বল প্রয়োগ করিবেন না , যদি তাহার সংগে কোন পুলিশ ফোর্স না থাকে ।

(৬) পরিদর্শক কোন স্থানে প্রবেশ করিলে তাহাকে উহার দখলকার বা তত্ত্বাবধানকারী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি পরিদর্শকের অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহসহ অন্যবিধ সকল যুক্তিসংগ্ত সহায়তা করিবেন, যাহাতে এই আইনের অধীন দায়িত্ব পরিদর্শক যথাযথভাবে পালন করিতে পারেন ।

(৭) এই আইনের অধীন পরিদর্শকের দায়িত্ব পালনকালে কোন ব্যক্তি-

(ক) পরিদর্শককে বাধা দিবেন না বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবেন না ; অথবা

(খ) স্বজ্ঞানে কোন মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য, মৌখিক হউক বা লিখিত হউক, পরিদর্শকের নিকট উপস্থাপন করিবেন না ।

(৮) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (৭) এর বিধান লংঘন করিলে উক্ত লংঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন ।

৬২ । পরিদর্শকের প্রত্যয়নপত্র বা প্রতিবেদনের প্রাথমিক সত্যতা

(১) এই আইনের বিধান মোতাবেক কোন পরিদর্শকের পরিদর্শন বা পরীক্ষার ফলাফল সম্বলিত প্রত্যয়নপত্র বা প্রতিবেদনে উক্ত পরিদর্শকের দস্তখত আছে বলিয়া আপাতঃ দৃষ্টে বিবেচনা করা হইলে উক্ত প্রত্যয়নপত্র বা

প্রতিবেদন এই আইনের অধীন যে কোন কার্যধারায় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে, এবং বিপরীত প্রমাণিত না হইলে উহাতে বিধৃত বিষয়গুলিই হইবে উক্ত পরিদর্শন বা পরীক্ষণের প্রমাণ ।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত প্রত্যয়নপত্র বা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আদালতে কোন কার্যধারা সূচনা করার পূর্বে কমিশন উক্ত প্রত্যয়নপত্র বা প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার সর্বশেষ কর্মস্থলে বা বাসস্থলে প্রেরণ করিবে ।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট পরিদর্শককে আদালতের কার্যাধারায় জেরা করার উদ্দেশ্যে তাহাকে হাজির হইবার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আদালতের নিকট আবেদন করিতে পারে ।

৬৩ । বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন আদেশ ইস্যুকরণ এবং উহা লংঘনের দন্ড

(১) কোন লাইসেন্সধারী বা পারমিটের বা সনদের ধারক যদি-

(ক) এই আইন বা প্রবিধানের কোন বিধান, বা লাইসেন্স বা পারমিটের আওতায় পরিচালিত ব্যবস্থা বা সেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোন শর্ত লংঘন করেন ; বা

(খ) ভুল তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে লাইসেন্স বা পারমিট বা কারিগরী গ্রহণযোগ্যতা সনদ হাসিল করিয়া থাকেন,

তাহা হইলে কমিশন একটি নোটিশের মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তি বা লাইসেন্সধারী বা পারমিট বা সনদের ধারককে ৩০ দিনের মধ্যে এই মর্মে লিখিত কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিতে পারিবে যে কেন তাহার বিরুদ্ধে একটি বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন আদেশ (enforcement order) ইস্যু বা উক্ত লাইসেন্স বা পারমিট বা সনদ বাতিল করা হইবে না ।

(২) উপধারা (১) এ উল্লেখিত নোটিশে লংঘনের প্রকৃতি এবং উহার সংশোধন বা প্রতিকারের জন্য করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বর্ণনা থাকিতে হইবে ।

(৩) যদি উপধারা (১) এর অধীনে ইস্যুকৃত নোটিশের কোন জবাব বা অভিযোগকৃত বিষয় সম্পর্কে কমিশনের নিকট সন্তোষজনক ব্যাখ্যা উপস্থাপন না করা হয় বা কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত সময়ে উহার নির্দেশিত সংশোধন বা প্রতিকার না করা হয়, তাহা হইলে কমিশন লিখিতভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক একটি আদেশ দ্বারা-

(ক) উক্ত লংঘনকারীর উপর অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা এবং উক্ত আদেশের পর যতদিন লংঘন চলিতে থাকে উহার প্রতিদিনের জন্য অনধিক অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে পারে ; এবং

(খ) যথাযথক্ষেত্রে লাইসেন্স বা পারমিট বা সনদ্ স্থগিত বা বাতিল করিতে বা অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করিতে পারে ।

৬৪ । চলিত বা সম্ভাব্য লংঘনের ক্ষেত্রে কমিশনের নিষেধাজ্ঞা

(১) কমিশন যদি মনে করে যে, কোন ব্যক্তি এমন কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছেন বা করিতেছেন যাহার ফলে এই আইন, প্রবিধান, লাইসেন্স বা পারমিটের কোন শর্ত বা কমিশনের নির্দেশ বা নির্দেশনা লংঘিত হইতেছে বা হইবে, তাহা হইলে উক্ত কাজ হইতে কেন তিনি বিরত থাকিবেন না সেই মর্মে ৭ (সাত) দিনের একটি লিখিত নোটিশ দিয়া তৎসম্পর্কে তাহার লিখিত বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে এবং এই ব্যাপারে তাহার কোন বক্তব্য থাকিলে উহা বিবেচনান্তে কমিশন উক্ত কাজ হইতে বিরত থাকিবার জন্য বা উক্ত কাজ সম্পর্কে কমিশনের বিবেচনায় অন্যবিধ নির্দেশ দিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন যদি সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত লংঘন বা সম্ভাব্য লংঘনের প্রকৃতি এমন যে অবিলম্বে উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত কাজ হইতে বিরত রাখা প্রয়োজন, তাহা হইলে কমিশন উক্ত নোটিশ জারীর সময়েই তাহাকে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিতে পারিবে যে, বিষয়টি সম্পর্কে কমিশনের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি উক্ত লংঘন বা সংশ্লিষ্ট কাজ হইতে বিরত থাকিবেন ।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন নির্দেশ দেওয়া হইলে উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট কাজ হইতে বিরত থাকিবেন বা ক্ষেত্রমত কমিশনের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করিবেন ।

(৩) উক্ত ব্যক্তি উপ-ধারা (২) এর বিধান লংঘন করিলে কমিশন তাহার উপর অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে এবং এইরূপে জরিমানা পরিশোধ না করা হইলে উক্ত লংঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন ।

৬৫ । প্রশাসনিক জরিমানা

(১) এই আইনের যে সকল বিধানে প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের ব্যবস্থা রহিয়াছে, উহার অতিরিক্ত হিসাবে কমিশন প্রবিধান দ্বারা এই আইনের অন্যান্য বিধান বা প্রবিধানের কোন বিধান লংঘনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের ব্যবস্থা করিতে পারে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৩৫ (১), ৫৫ (১) এবং ৫৭ (২) ধারার লংঘনের ক্ষেত্রে এইরূপ প্রশাসনিক জারিমানা আরোপের ব্যবস্থা করা যাইবেনা ।

(২) এই আইনে বা প্রবিধানের যে সকল বিধান লংঘনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জরিমানা আরোপনীয় সেই সকল ক্ষেত্রে কমিশন লংঘনকারীকে এই মর্মে একটি নোটিশ দিবে যে, তিনি উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির পর তাহার দোষ স্বীকার করিয়া নোটিশে নির্ধারিত প্রশাসনিক জরিমানা উহাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদানের মাধ্যমে দায়মুক্ত হইতে পারেন এবং এই ব্যাপারে তাহার কোন বক্তব্য থাকিলে তাহাও উপস্থাপন করিবেন ।

(৩) উপ-ধারা (২) -এ উল্লেখিত লংঘনের ব্যাপারে-

(ক) একজন পরিদর্শক প্রাসংগিক তথ্যাদিসহ নির্ধারিত নোটিশের ফরম পূরণ এবং দস্তখত করিয়া উক্ত নোটিশ -

(অ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট ব্যক্তিগতভাবে প্রদান করিবেন ; অথবা

(আ) পরিদর্শকের জানামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির সর্বশেষ বাসস্থান বা কর্মস্থলের ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন ;

(খ) অভিযোগকৃত লংঘনের যে সকল বিষয় বিবেচনা ও যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে এবং দোষ স্বীকারের ক্ষেত্রে আরোপণীয় প্রশাসনিক জরিমানা পরিমাণ কত হইবে তাহাও নোটিশে উল্লেখ করিবেন ;

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত লংঘন-

(অ) স্বীকার করিয়া নোটিশে উল্লেখিত সম্পূর্ণ প্রশাসনিক জরিমানা জমা দিতে পারেন ;

(আ) স্বীকার করতঃ লংঘনের পরিস্থিতি বর্ণনাক্রমে উক্ত জরিমানা কমানোর জন্য আবেদন করিতে পারেন ; বা

(ই) অস্বীকার এবং উহার সমর্থনে তাহার লিখিত বক্তব্য ও প্রয়োজনীয় দলিল বা তথ্য পেশ করিয়া উক্ত জরিমানার দায় হইতে অব্যাহতির আবেদন করিতে পারেন ।

(৪) উপ-ধারা (২)(গ) এর উপদফা (আ) বা (ই) এর অধীনে আবেদন করা হইলে কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত একজন কর্মকর্তা সমগ্র বিষয়টি বিবেচনাক্রমে লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক তাহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং এইরূপ সিদ্ধান্তের ৩ (তিন) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে সিদ্ধান্তের অনুলিপি প্রদান করিবেন ।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীনে সিদ্ধান্ত প্রদান তারিখের অনধিক ১৫ (পনর) দিনের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত সিদ্ধান্ত পুনরীক্ষণের (revision) জন্য কমিশনের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিতে পারেন, এবং এইরূপ আবেদন সম্পর্কে কমিশন সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক ও আবেদনকারীকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে ।

(৬) লংঘনকারী উপ-ধারা (৩) এর অধীনে প্রেরিত নোটিশে অভিযোগকৃত লংঘন স্বীকার করিয়া প্রশাসনিক জরিমানার অর্থ জমা দিলে বা উপ-ধারা (৪) বা (৫) এর অধীনে তাহার অনুকূলে দায় মুক্তির সিদ্ধান্ত প্রদত্ত হইলে তদনুযায়ী তিনি দায়মুক্ত হইবেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত লংঘন অপরাধ হিসাবে বা প্রদত্ত জরিমানা অর্থদন্ড হিসাবে গণ্য হইবে না ।

(৭) কোন লংঘনকারী এই ধারার অধীনে তাহার উপর আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানা জমা না দিলে বা নোটিশের প্রেক্ষিতে হাজির না হইলে উক্ত লংঘন একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং তদনুসারে লংঘনকারীর বিচার হইবে ।

একাদশ অধ্যায়
অপরাধ, দন্ড, তদন্ত ও বিচার

৬৬ । বেতার ও টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে মিথ্যা বার্তা ইত্যাদি প্রেরণের দন্ড

(১) কোন ব্যক্তি টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মিথ্যা বা প্রতারণামূলক বিপদ সংকেত, বার্তা বা আহ্বান প্রেরণ করিবেন না বা তাহা করাইবেন না ।

(২) কোন ব্যক্তি যদি-

(ক) উপধারা (১) এর বিধান লংঘন করেন ; বা

(খ) আইনানুগ কারণ ব্যতিরেকে, যদি এমনভাবে কোন যন্ত্রপাতি বা কৌশল বা উহার কোন অংশ ব্যবহার, স্থাপন, পরিবর্তন, বা পরিচালনা করেন বা উহা দখলে রাখেন যে, উক্ত যন্ত্রপাতি বা কৌশল বা উহার অংশবিশেষ উপ-ধারা (১) লংঘনক্রমে ব্যবহার করা হইয়াছে বা হইতেছে বা উক্ত রূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ছিল মর্মে বিবেচনা করা যায়,

তাহা হইলে তাহার এই কাজ হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন ।

৬৭ । বেতার যোগাযোগ বা টেলিযোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দন্ড

(১) কোন ব্যক্তি-

(ক) আইনানুগ কারণ ব্যতীত বেতার যোগাযোগ বা টেলিযোগাযোগে বাধা দিবেন না বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবেন না ; বা

(খ) কোন বেতার যোগাযোগ বা টেলিযোগাযোগ এর পথরুদ্ধ করিবেন না অথবা রুদ্ধকৃত এই যোগাযোগ কোন কাজে লাগাইবেন না অথবা উহাকে ভিন্ন পথে প্রবাহিত করিবেন না, যদি এই কাজে উক্ত যোগাযোগ সূচনাকারী ব্যক্তির বা তিনি যাহার নিকট প্রেরণের উদ্দেশ্যে উক্ত যোগাযোগ সূচনা করেন তাহার অনুমোদন বা সম্মতি না থাকে ।

(২) কোন ব্যক্তি উপধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে তাহার এই কাজ হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি, অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন ।

৬৮ । কর্মচারী কর্তৃক টেলিযোগাযোগ বা বেতার যন্ত্রপাতি অপব্যবহারের দন্ড

(১) কোন পরিচালনকারীর কোন কর্মচারী -

(ক) টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে এমন বার্তা প্রেরণ করিবেন না যাহা তাহার জানামতে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর বা কোন টেলিযোগাযোগ সেবার দক্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে বা কোন ব্যক্তির জীবন বা কোন সম্পত্তির নিরাপত্তা বিপদগ্রস্ত করিতে পারে ;

(খ) তাহার দায়িত্ব পালনকালে -

(অ) টেলিযোগাযোগ বা বেতার যোগাযোগের মাধ্যমে প্রেরিত এমন বার্তার প্রেরক বা প্রাপক বা বিষয়বস্তু সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোন টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিবেন না, যে বার্তাটি গ্রহণের জন্য কমিশন উক্ত কর্মচারীকে বা উক্ত পরিচালনকারীকে ক্ষমতা প্রদান করে নাই ;

(আ) কমিশন বা আদালতের কোন আইনগত কার্যধারা (legal proceedings) বা উহার অনুবর্তী (consequential) কার্যক্রমের প্রয়োজন ব্যতীত এমন বার্তার প্রেরক, প্রাপক বা বিষয়বস্তু সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করিবেন না যে বার্তাটি তিনি শুধুমাত্র টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে বা ব্যবহারের সূত্রে জ্ঞাত হইয়াছেন ;

(গ) সংশ্লিষ্ট টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কোন তথ্য বা বার্তা বা অন্য কিছু প্রেরণকালে বা গ্রহণকালে উহার প্রেরক বা গ্রাহক বা কমিশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে উক্ত নেটওয়ার্কের কোন অংশে বাধা সৃষ্টি করিবেন না বা উক্ত তথ্য বা বার্তা বা অন্য কিছুর বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হইবেন না ।

(২) কোন ব্যক্তি উপধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে তাহার এই কাজ একটি অপরাধ হইবে এবং তজ্জন্য তিনি, অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন ।

৬৯ । অশ্লীল, অশোভন ইত্যাদি বার্তা প্রেরণের দন্ড

যদি -

(ক) কোন ব্যক্তি টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতির সাহায্যে কোন অশ্লীল, ভীতি প্রদর্শনমূলক বা গুরুতরভাবে অপমানকর কোন বার্তা প্রেরণের উদ্দেশ্যে উক্ত যন্ত্রপাতির পরিচালনা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব করেন, বা

(খ) উক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি সজ্ঞানে বা ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত বার্তা প্রেরণ করেন,

তাহা হইলে দফা (ক) এর ক্ষেত্রে প্রস্তাবকারী এবং দফা (খ) এর ক্ষেত্রে প্রস্তাবকারী ও প্রেরণকারীর এই কাজ হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য উক্ত প্রস্তাবকারী বা ক্ষেত্রমত উভয়ে অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ডে বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন ।

৭০ । টেলিফোনে বিরক্ত করার দন্ড ইত্যাদি

(১) কোন ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, যদি অন্য কোন ব্যক্তির নিকট এইরূপে বারবার টেলিফোন করেন যে, উহা উক্ত অন্য ব্যক্তির জন্য বিরক্তিকর হয় বা অসুবিধার সৃষ্টি করে, তাহা হইলে এইরূপে টেলিফোন করা একটি অপরাধ হইবে এবং উহার জন্য দোষী ব্যক্তি অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অর্থদন্ডে এবং উহা অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন ।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত ধরণের টেলিফোন যাহার নিকট করা হয় তাহার বা তাহার পক্ষে অন্য কাহারো অভিযোগ এবং এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব প্রদানের ভিত্তিতে, পরিচালনকারী উক্ত উপ-ধারায় বর্ণিত টেলিফোন কলের উৎস চিহ্নিতকরণ, উহার পথরোধ, পরিবীক্ষণ বা বাণীবদ্ধকরণ করিতে বা এইরূপ কল যাহাতে সম্ভব না হয় উহার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন ।

৭১ । টেলিফোনে আড়িপাতার দন্ড

কোন ব্যক্তি যদি অপর দুই জন ব্যক্তির টেলিফোন আলাপে ইচ্ছাকৃতভাবে আড়িপাতেন, তাহা হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তির এই কাজ হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ডে বা অনধিক ৫০ (পঁঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন ।

৭২ । যন্ত্রপাতির ক্ষতিসাধন, অনুপ্রবেশ, অবৈধ অবস্থান, পরিচালন কার্যে বাধা দান ইত্যাদির দন্ড

কোন ব্যক্তি-

(ক) লাইসেন্সকৃত টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতির সাহায্যে টেলিযোগাযোগ বা বেতার যোগাযোগ পরিচালিত হয় এইরূপ কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত উহাতে প্রবেশ করিলে ,

(খ) উক্ত কার্যালয়ে যে কোনভাবে প্রবেশের পর উহা ত্যাগ করার জন্য উক্ত দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি বা তাহার অধীনস্হ কোন ব্যক্তির অনুরোধের পরও সেখানে অবস্হান করিলে ,

(গ) উক্ত যন্ত্রপাতি রহিয়াছে এইরূপ স্হানে প্রবেশের ব্যাপারে টাংগানো নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া প্রবেশ করিলে;

(ঘ) উক্ত কার্যালয়ে বা স্হানে যে কোনভাবে প্রবেশ করিয়া সেখানে কর্তব্যরত কোন ব্যক্তিকে তাহার কর্তব্য পালনে বাধা দিলে ; বা

(চ) ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত যন্ত্রপাতির ক্ষতিসাধন বা উহা অবৈধভাবে অপসারণ করিলে বা অবৈধভাবে উহার কার্যক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত বা বিকল করিলে,

তাহার এই কাজ হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনাধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ৭ (সাত) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন ।

৭৩ । অন্যান্য অপরাধ ও দন্ড

(১) কোন ব্যক্তির নিম্নবর্ণিত যে কোন কাজ হইবে একটি অপরাধ, যথা -

(ক) লাইসেন্স বা পারমিটের শর্ত লংঘন করিয়া টেলিযোগাযোগ ব্যবস্হা পরিচালনা বা সেবা প্রদান বা এই সবের সহায়ক কোন কাজ ;

(খ) তিনি যদি জানিতে পারেন যে বা তাহার এইরূপ বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, এই আইনের বিধান লংঘনক্রমে তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে কোন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা বেতার যন্ত্রপাতি স্হাপন করা বা চালু রাখা হইয়াছে বা উহা পরিচালন করা হইতেছে এবং তাহা সত্বেও উক্ত ব্যক্তি উহা ব্যবহার করিয়া বা উহার সাহায্যে কোন তথ্য প্রেরণ বা গ্রহণ বা কোন সেবা প্রদান বা এইসবের আনুষঙ্গিক কোন কাজে ব্যবহার ;

(গ) কোন সেবা গ্রহণের জন্য প্রদেয় চার্জ এড়ানোর উদ্দেশ্যে কোন যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক বা অন্যবিধ কৌশল অবলম্বন ;

(ঘ) লাইসেন্সকৃত টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের কাজে নিয়োজিত থাকাকালে উক্ত নেটওয়ার্কের সাহায্যে প্রেরিত কোন বার্তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবর্তন বা বিকৃত করা বা উহার বিষয়বস্তুতে অবৈধ হস্তক্ষেপ ;

(ঙ) কমিশনকে এমন তথ্য বা দলিল সরবারহ করিতে ব্যর্থ হওয়া বা অস্বীকার করা, যাহা এই আইন বা প্রবিধান অনুযায়ী কমিশন পাওয়ার অধিকারী এবং যাহা সরবরাহের জন্য কমিশন ১০ (দশ) দিনের নোটিশ দিয়াছে ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) -এ উল্লেখিত যে কোন অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে এবং এই অপরাধ অব্যাহত থাকিলে এই অব্যাহত মেয়াদের প্রথমদিনের পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন ।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদ্‌ধীন প্রণীত প্রবিধানের এমন বিধান লংঘন করেন যাহার জন্য এই আইনে বা প্রবিধানে কোন সুনির্দিষ্ট দন্ড নির্ধারিত নাই, তাহা হইলে তিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়া সাপেক্ষে ঃ

(ক) উক্তরূপ প্রথম লংঘনের জন্য অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন ;

(খ) উক্তরূপ পরবর্তী প্রতিটি লংঘনের জন্য, অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন ।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীনে কোন দন্ড আরোপ সত্বেও, সংশ্লিষ্ট অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অন্যান্য প্রতিকার লাভের অধিকার ক্ষুন্ন হইবে না ।

৭৪ । অপরাধ সংঘটনে সহায়তা, প্ররোচনা ইত্যাদির দন্ড

কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন যে কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করিলে, অথবা উক্ত অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা দিলে বা ষড়যন্ত্র করিলে এবং উক্ত ষড়যন্ত্র বা প্ররোচনার ফলে অপরাধটি সংঘটিত হইলে, উক্ত সহায়তাকারী, ষড়যন্ত্রকারী বা প্ররোচনাকারী উক্ত অপরাধের জন্য বর্ণিত দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন ।

৭৫ । প্রবিধানে অপরাধ, দন্ড, ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত বিধান

কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা ঃ-

(ক) প্রবিধানে বা কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স বা পারমিটের শর্ত লংঘনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লংঘনকে অপরাধরূপে চিহ্নিত করা ও উহার জন্য ক্ষেত্রমত অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড আরোপ ;

(খ) প্রবিধানে বা কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স বা পারমিটের শর্ত লংঘনের কারণে ক্ষতিগ্রস্হ ব্যক্তির প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ এবং উহা আদায়ের পদ্ধতি নির্ধারণ, এইরূপ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হইবে অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা ।

৭৬ । কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন

(১) এই আইনের অধীন কোন বিধান লংঘনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর প্রত্যেক মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি বিধানটি লংঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লংঘন তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লংঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন ।

ব্যাখ্যা ঃ এই ধারায়-

(ক) "কোম্পানী" বলিতে কোন কোম্পানী, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, অংশীদারী কারবার, সমিতি বা একাধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনকে বুঝাইবে ;

(খ) "পরিচালক" বলিতে কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ড, যে নামেই অভিহিত হউক, এর সদস্যকেও বুঝাইবে ।

(২) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোম্পানী কর্তৃক এই আইন বা প্রবিধানে বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে, কোম্পানীর নিবন্ধিত কার্যালয় বা প্রধান কার্যালয় বা এইরূপ কার্যালয় না থাকিলে যে স্থান হইতে সাধারণতঃ উহার কর্মকান্ড পরিচালিত হয় বা যে স্থানে অপরাধটি সংঘটিত হয় বা যে স্থানে কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট অপরাধীকে পাওয়া যায় সেই স্থানের উপর এখতিয়ারসম্পন্ন সেশন আদালতই হইবে যথাযথ এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত ।

৭৭ । অপরাধ আমলে লওয়া ও বিচার সম্পর্কে আদালতের এখ্‌তিয়ার

(১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সেশন (দায়রা) আদালতের নিম্নতর কোন আদালত এই আইন বা প্রবিধানের অধীন দন্ডনীয় কোন অপরাধের বিচার (trial) করিবে না ।

(২) শুধুমাত্র ১ম শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেট বা মেট্রোপলিটান ম্যাজিষ্ট্রেট বা তদূর্ধ্ব আদালত, পরিদর্শক বা কমিশনের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তার লিখিত রিপোর্টের ভিত্তিতে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ আমলে লইতে পারিবেন ।

ব্যাখ্যা - উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট কোন ব্যক্তিকে বিচারের জন্য সেশন আদালতে সোপর্দ না করা সত্ত্বেও, সেশন আদালত, উক্ত রিপোর্ট বা তৎসংক্রান্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত বলিয়া আপতঃদৃষ্টে বিবেচনা করা যায় এমন অপরাধ আমলে লইতে পারিবে ।

(৩) উক্ত আদালত কোন অপরাধ আমলে লইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করার উদ্দেশ্যে সমন বা গ্রেফতারী পরোয়ানা জারীসহ মামলাটি বিচারের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করার জন্য ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে ।

৭৮ । অভিযোগ দায়ের ও তদন্ত পদ্ধতি

(১) এই আইনে বা প্রবিধানে বর্ণিত কোন অপরাধের তদন্ত করিবার জন্য কমিশন পরিদর্শক বা অন্য কোন কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে ।

(২) পরিদর্শক বা উক্ত কর্মকর্তা, অতঃপর তদন্তকারী কর্মকর্তা বলিয়া উল্লেখিত, কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ বা অন্য যে কোন তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারার অধীন কার্যক্রম গ্রহণ শুরু করিতে পারেন ।

(৩) কোন অপরাধের আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করার পূর্বে, তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত অপরাধ সম্পর্কে একটি প্রাথমিক রিপোর্ট কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কর্মকর্তার নিকট পেশ করিবেন এবং দ্বিতীয়োক্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে, ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন যে, বিষয়টি সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করা অথবা এই আইন বা প্রবিধান অনুসারে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা আদৌ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা সমীচীন কি না এবং তদনুসারে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে ।

(৪) উপ-ধারা (২) অনুসারে আনুষ্ঠানিক তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রাথমিক রিপোর্টের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট থানায় পেশ করিবেন এবং উহা অপরাধ সম্পর্কিত একটি তথ্য হিসাবে থানায় লিপিবদ্ধ করা হইবে ।

(৫) কোন অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে তদন্তকারী কর্মকর্তা ফৌজদারীর কার্যবিধির অধীন থানার একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ন্যায় একই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন ।

(৬) তদন্ত সমাপ্তির পর তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার তদন্ত রিপোর্টের মূলকপি এবং উক্ত রিপোর্টের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্র বা উহাদের সত্যায়িত অনুলিপি এখতিয়ার সম্পন্ন ১ম শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেট বা মেট্রোপলিটান ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে দাখিল করিবেন, এবং একটি অনুলিপি তাহার দপ্তরে এবং আরেকটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট থানায় জমা করিবেন ।

(৭) উপ-ধারা (২) এর বিধান সত্ত্বেও, তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট অপরাধ ও পরিস্থিতির প্রয়োজনে, উক্ত উপ-ধারার অধীন আনুষ্ঠানিক তদন্তের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পূর্বেই অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট দলিল, বস্তু বা যন্ত্রপাতি আটক করিতে পারিবেন, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে, বিলম্বের কারণে উক্ত দলিল, বস্তু বা যন্ত্রপাতি সরাইয়া ফেলা বা নষ্ট করা হইতে পারে এবং অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন যদি তিনি মনে করেন যে, তাহার পলাতক হওয়ার সম্ভাবনা আছে ।

৭৯ । ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ

(১) এই আইন, তদধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধান সাপেক্ষে, এই আইনে বর্ণিত যে কোন অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপীল এবং আনুষংগিক সকল বিষয়ে ফৌজদরী কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে ।

(২) এই আইনের অধীন পরিদর্শকের রিপোর্টের ভিত্তিতে আদালতে সূচিত মামলা ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে সূচিত মামলা বলিয়া গণ্য হইবে ।

৮০ । পাবলিক প্রসিকিউটর ইত্যাদিকে কমিশনের কর্মকর্তা কর্তৃক সহায়তা

এই আইনের অধীনে সেশন আদালতে কোন মামলা পরিচালনার সময় পাবলিক প্রসিকিউটর বা সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত বা সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটরকে কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্মকর্তা সহায়তা করিতে পারিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা আদালতে হাজির থাকিয়া তাহার বক্তব্য পেশ করিতে পরিবেন ।

৮১ । যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বাজেয়াপ্তকরণ

(১) এই আইন বা প্রবিধানের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে যে টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি বা যান বা অন্য কোন বস্তু বা দলিল, অতঃপর এই ধারায় মালামাল বলিয়া উল্লেখিত, সম্পর্কে বা সহযোগে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে তাহা সংশ্লিষ্ট অপরাধের প্রকৃতি ও পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে কমিশনের অনুকূলে বাজেয়াপ্তকরণের আদেশ আদালত প্রদান করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মালামাল এই উপ-ধারার অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে না ।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন মালামাল বাজেয়াপ্ত করা হইলে, কমিশন উক্ত বাজেয়াপ্তকরণ সম্পর্কে একটি নোটিশ ঢাক হইতে প্রকাশিত এবং বহুল প্রচারিত দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রচার করিবে ; এই নোটিশ, প্রচারিত হওয়ার ৩০ দিন পর কমিশন, বাজেয়াপ্তকৃত মালামাল নিষ্পত্তি করিতে পারে ।

(৩) সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংঘটনের দায়ে যে ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বাজেয়াপ্ত মালামালের মালিক, বন্ধক গ্রহীতা, লিয়েন হোল্ডার বা অন্যবিধ ক্ষমতায় কোন স্বার্থ দাবী করিলে, তিনি বাজেয়াপ্তকরণের নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিচারকারী আদালতের নিকট উপ-ধারা (৬) এর অধীন আদেশ প্রাপ্তির জন্য দরখাস্ত, অতঃপর উক্ত দরখাস্ত বলিয়া উল্লেখিত, করিতে পারেন এবং উক্ত দরখাস্তের উপর শুনানির জন্য উক্ত আদালত একটি তারিখ নির্ধারণ করিবে ।

(৪) দরখাস্তকারী উক্ত দরখাস্ত আদালতে দাখিল করার সময় বা তৎপূর্বে কমিশনকে এবং বাজেয়াপ্ত মালামালে অন্য কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (৩) -এ উল্লেখিত কোন স্বার্থ দাবী করিয়াছেন বলিয়া দরখাস্তকারীর জানা থাকিলে তাহাকে উক্ত দরখাস্তের অনুলিপিসহ একটি নোটিশ দিবেন ।

(৫) উক্ত দরখাস্ত সম্পর্কে দরখাস্তকারী, দাবী উত্থাপনকারী অন্যান্য ব্যক্তি এবং কমিশনকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদানের পর যদি আদালত সন্তুষ্ট হয় যে-

(ক) যে অপরাধের কারণে উক্ত মালামাল বাজেয়াপ্ত হইয়াছে উহার সহিত উক্ত দরখাস্তকারী বা দাবী উত্থাপনকারীর অজ্ঞাতসারে বা তাহার অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে ; এবং

(খ) উক্ত দরখাস্তকারী বা দাবী উত্থাপনকারী উক্ত মালামালের ব্যাপারে এমন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, মালামালের অনুমোদিত দখলদার বা ব্যবহারকারীগণ কর্তৃক কোন অপরাধ সংঘটিত হইবে না মর্মে সন্তুষ্ট থাকার যুক্তিসঙ্গত কারণ তাহার ছিল ;

তাহা হইলে আদালত যে দরখাস্তকারী বা দাবী উত্থাপনকারী সম্পর্কে উক্তরূপে সন্তুষ্ট হয় তাহার স্বার্থের পরিধি এবং অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির তুলনায় তাহার স্বার্থের অগ্রগণ্যতা ঘোষণা করিতে পারিবে ; এবং ইহা ছাড়াও উক্ত মালামাল এইরূপ স্বার্থবান ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট ফেরত দেওয়ার জন্য বা উক্ত মালামাল বিক্রি বা অন্যাবিধভাবে নিষ্পত্তি হইয়া থাকিলে স্বার্থের অনুপাতে প্রত্যেক স্বার্থবান ব্যক্তিকে আদালতের বিবেচনায় উপযুক্ত অর্থ নিষ্পত্তিবাবদ প্রাপ্ত অর্থ হইতে পরিশোধ করার নির্দেশও দিতে পারিবে ।

(৬) এই ধারার অধীনে কোন মালামাল বাজেয়াপ্তকরণ বা নিষ্পত্তিকরণ বা এতদসংক্রান্ত কার্যধারায় উক্ত মালিক বা স্বার্থবান ব্যক্তি কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পরিবেন না বা অন্য কোন আদালতে এইরূপ ক্ষতিপূরণের দাবী বা অন্য কোন দাবী উত্থাপন করিতে পারিবেন না ।

৮২ । আদায়কৃত প্রশাসনিক জরিমানা ও অর্থদন্ডের নিষ্পত্তি

এই আইন বা তদধীন প্রণীত প্রবিধানের অধীনে আদায়কৃত প্রশাসনিক জরিমানা এবং অর্থদন্ড প্রজাতন্ত্রের সরকারী তহবিলে জমা হইবে ।

৮৩ । বার্তার অবৈধ প্রকাশ সম্পর্কে দেওয়ানী মামলা ও অন্যান্য প্রতিকার লাভের অধিকার

(১) যদি কোন ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণে বিশ্বাস করেন যে, তৎকর্তৃক প্রেরিত বা গৃহীত বার্তা অবৈধভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে বা হইবে, অথবা উহা ৬৭ (১) বা ৬৮ (১) ধারার বিধান লংঘনক্রমে ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইবে, তাহা হইলে তিনি উক্ত প্রকাশ বা অবৈধ ব্যবহার বন্ধ করার জন্য বা দায়ী ব্যক্তির নিকট হইতে তজ্জনিত ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য, প্রকাশকারী বা অবৈধ ব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে সাবজজ আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারেন ; এবং এইরূপ মামলায় আদালত নিষেধাজ্ঞা, ক্ষতিপূরণ বা উহার বিবেচনামত অন্য কোন প্রতিকার প্রদান করিতে পারে ।

(২) কোন ব্যক্তি ইতিপূর্বে ৬৭ (১) বা ৬৮ (১) ধারার অধীন অপরাধ সংঘটনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইয়া থাকিলে এবং তাহার বিরুদ্ধে একই ঘটনার ভিত্তিতে এই ধারার উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন দেওয়ানী মামলা দায়ের হইলে এইরূপ দেওয়ানী কার্যধারায় অভিযোগকৃত বার্তার প্রকাশ বা উহার অবৈধ ব্যবহার প্রমাণের জন্য উক্ত অপরাধ সম্পর্কিত ফৌজদারী কার্যধারায় উপস্থাপিত সাক্ষ্যের সত্যায়িত নকল উপস্থাপন করা যাইবে এবং অপরাধ সংঘটনের ব্যাপারে দোষী সাব্যস্তকরণের সিদ্ধান্ত উক্ত আদালতে প্রার্থিত প্রতিকারের ব্যাপারে পর্যাপ্ত প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হইবে ।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন মামলা দায়েরের কারণ উদ্ভব হওয়ার ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে উক্ত মামলা দায়ের করিতে হইবে ।

(৪) এই ধারার অধীনে দেওয়ানী মামলা দায়েরের কারণে কোন ব্যক্তি কর্তৃক অন্য কোন অধিকার প্রয়োগ বা অন্য প্রতিকার লাভের অধিকার ক্ষুন্ন হইবে না ।

দ্বাদশ অধ্যায়
তথ্য প্রবাহ

৮৪ । কমিশনের নিকট হিসাব ও তথ্য সরবরাহ

(১) কমিশন যে কোন পরিচালনকারীকে বা বিশেষ শ্রেণীর পরিচালনকারীগণকে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে নির্দেশ দিতে পারে ঃ-

(ক) এই আইনের বিধানাবলী পালন বা কমিশনের ক্ষমতার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ব্যয় চিহ্নিতকরণের পদ্ধতি এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোন হিসাব পদ্ধতি অনুসরণ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ হিসাব পদ্ধতি কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ তে বর্ণিত হিসাব সংক্রান্ত বিধানের সহিত সংগতিপূর্ণ হইতে হইবে ; এবং

(খ) এই আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে, কমিশনের নিকট নির্দিষ্ট সময়ান্তে দাখিলযোগ্য প্রতিবেদন আকারে বা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কোন ফরমে বা পদ্ধতিতে উক্ত তৎসংক্রান্ত তথ্যাদি এবং কমিশনের বিবেচনায় প্রয়োজনীয় তথ্য অন্যান্য সরবরাহ।

(২) যুক্তিসঙ্গত কারণে কমিশন যদি বিশ্বাস করে যে, এই আইন বাস্তবায়নের জন্য কোন পরিচালনকারী বা অন্যান্য লাইসেন্সধারী, পারমিটধারী বা সনদের ধারক বা অন্যকোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন তথ্য বা দলিল সংগ্রহ করা প্রয়োজনীয়, তাহা হইলে উক্ত তথ্য সরবরাহের জন্য কমিশন উক্ত ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত ব্যক্তি এই নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীনে এমন কোন দলিল বা উহার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করা যাইবে না যাহা দেওয়ানী মামলার সূত্রে আদালতে উপস্থাপনে উক্ত ব্যক্তি বাধ্য নহেন ; উক্তরূপে বাধ্য না হওয়ার বিষয়টি প্রমাণের দায়িত্ব বর্তাইবে উক্ত ব্যক্তির উপর ।

৮৫ । তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ ও গোপনীয় তথ্যাদি

(১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন কার্যাবলী সম্পাদনের সূত্রে কমিশনের গোচরীভূত সকল তথ্যই যাহাতে জনসাধারণ পরিদর্শন এবং উহার অনুলিপি সংগ্রহ করিতে পারে তাহা কমিশন নিশ্চিত করিবে ।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন তথ্যকে গোপনীয় বলিয়া কমিশন মনে করিলে উহার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করা যাইবে।

(২) কমিশনার বা কমিশনের কোন পরামর্শক, কর্মকর্তা, কর্মচারী বা কমিশন কর্তৃক নিয়োজিত কোন ব্যক্তি সজ্ঞানে এমন কোন গোপন তথ্য অন্য কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিবেন না বা উহাকে প্রকাশিত হইতে দিবেন না যাহাতে উক্ত অন্য ব্যক্তি গোপন তথ্য ব্যবহার করিয়া লাভবান হন, বা উক্ত তথ্য যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট তাহার ক্ষতি হয়; এইরূপ গোপনীয় তথ্য প্রকাশ একটি অসদাচরণ হিসাবে গণ্য হইবে ।

ব্যাখ্যা- কমিশনার বা কমিশনের পরামর্শক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী ছিলেন এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এই উপ-ধারা প্রযোজ্য ।

(৩) কমিশন যদি উহার কোন কার্য-ধারা চলাকালে কোন তথ্য প্রাপ্ত হয় এবং কমিশন মনে করে যে, উক্ত তথ্য জনস্বার্থে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন, তাহা হইলে উহাতে আপাতঃদৃষ্টে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া উক্ত তথ্য প্রকাশ করা বা না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং যথাযথ ক্ষেত্রে কমিশন নিজেই উহা প্রকাশ করিতে পারে বা উহা প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারে ।

৮৬ । সাধারণ অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

কমিশন স্বীয় উদ্যোগে বা যে কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আবেদনে এমন যে কোন বিষয়ে বা কর্মকান্ড সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে যে বিষয়টি বা কর্মকান্ড এই আইন দ্বারা নিষিদ্ধ বা অনুমোদিত বা যাহা করা এই আইনের অনুসারে প্রয়োজনীয় ।

৮৭ । গণশুনানী ও উহার পদ্ধতি

(১) কোন আবেদন বা অন্য কোনভাবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, কমিশন যদি মনে করে যে, জনস্বার্থ রক্ষার জন্য উহার কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা প্রস্তাবিত প্রয়োগের বিষয়ে বা অন্য কোন বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে গণ শুনানীর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, তাহা হইলে কমিশন বিষয়টি সম্পর্কে গণশুনানীর ব্যবস্থা করিতে পারে ।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গণশুনানী অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কমিশন তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি গণশুনানী কমিটি, অতঃপর এই অধ্যায়ে কমিটি বলিয়া উল্লেখিত, গঠন করিতে পারে ; কমিশনের চেয়ারম্যান বা ভাইস-চেয়াম্যান কমিটির সভাপতি এবং কমিশন কর্তৃক মনোনীত অন্য কোন কমিশনার বা কর্মকর্তা কমিটির অপর দুইজন সদস্য হইবেন ।

(৩) গণশুনানীর ব্যাপারে অনুসরণীয় পদ্ধতি প্রবিধানে বর্ণিত না থাকিলে, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, কমিটির বিবেচনামত যথাযথ পদ্ধতিতে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হইবে ।

(৪) কমিটি উহার সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে যে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত করিবে ।

(৫) প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণ পাওয়ার জন্য কমিটি তদন্তাধীন বিষয়ে লিখিতভাবে নির্দিষ্ট সাক্ষ্য বা যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের নির্দেশ দিতে পারে এবং যে বিষয়ে মৌখিক সাক্ষ্য বা যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা যাইবে তাহাও নির্ধারণ করিতে পারে ।

(৬) কমিটি যথাযথ বিবেচনা করিলে উহার সম্মুখে সাক্ষ্য বা কোন তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তাহার মনোনীত একজন এডভোকেট বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বা প্রতিনিধিকে উক্ত সাক্ষ্য বা তথ্য উপস্থাপনে বা সেই ব্যাপারে সহায়তা করার অনুমতি দিতে পারিবে ।

(৭) গণশুনানীর কার্যধারা জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে এবং উহাতে উপস্থাপিত সাক্ষ্য ও অন্যান্য তথ্য এবং কমিটি কর্তৃক বিবেচিত ঘটনাবলী এবং গণশুনানীর কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করানোর জন্য কমিটির সভাপতি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ।

(৮) তলব করা হইয়াছে এইরূপ যে কোন ব্যক্তি, বা তলব না পাওয়া সত্বেও তদন্তাধীন বিষয়ে গৃহীতব্য সিদ্ধান্তের কারণে যাহার স্বার্থক্ষুন্ন বা প্রভাবিত হইতে পারে যা উক্ত বিষয় সম্পর্কে ওয়াকেবহাল আছেন এইরূপ যে কোন ব্যক্তি, নিজে বা তাহার ক্ষমতাপ্রদত্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে, কমিটির সম্মুখে হাজির হইয়া তাহার বক্তব্য পেশ করিতে পারেন ।

(৯) তদন্তকালে বা তদন্ত শেষে, কমিটি -

(ক) তদন্তাধীন বিষয় বা উহার অংশবিশেষ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কারণ উল্লেখপূর্বক সিদ্ধান্ত দিতে পারে ;

(খ) তদন্তাধীন কোন বিষয় বা উহার অংশবিশেষকে তুচ্ছ বা হয়রানিমূলক বা ভিত্তিহীন বা জনস্বার্থে তৎসম্পর্কে গণশুনানী চালাইয়া যাওয়ার প্রয়োজন নাই বা উহা কাম্য নহে বলিয়া মনে করিলে বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে বা উহার সংশ্লিষ্ট অংশকে তদন্ত হইতে বাদ দিতে বা তৎসম্পর্কে শুনানী হইতে বিরত থাকিতে পারিবে ;

(গ) উহার বিবেচনাধীন, যে কোন বিষয়ের উপর ত্বরিত এবং ন্যায্য শুনানী অনুষ্ঠান এবং তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বার্থে সাধারণভাবে যে কোন নির্দেশ দিতে এবং অন্যবিধ যে কোন কাজ করিতে পারিবে ।

(১০) উপ-ধারা (৯) (ক) এর অধীনে প্রদত্ত প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত বা উহার সারাংশ অন্ততঃ দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিতে হইবে এবং গণশুনানীতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক আগ্রহী পক্ষকে প্রতিটি নির্দেশ ও সিদ্ধান্তের অনুলিপি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে সরবরাহ করিতে হইবে ।

৮৮ । গণশুনানীতে সাক্ষ্য প্রদান এবং সাক্ষী তলব

(১) দেওয়ানী আদালতে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে তলব বা তাহার সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে Code of Civil Produce, 1908 (Act of 1908) অনুযায়ী উক্ত আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে, গনশুনানীতে কমিটির নিকট সাক্ষ্য প্রদানকারী বা বক্তব্য উপস্থাপনকারী সকল ব্যক্তি কর্তৃক সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে কমিটিও সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্ত Code এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে ।

(২) ধারা ৮৭ এর অধীন অনুষ্ঠিত তদন্তের কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদানে বা দলিল উপস্থাপনে সক্ষম বলিয়া মনে করিলে কমিটি গণশুনানীতে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ জারীর মাধ্যমে তাহাকে তলব করিতে এবং তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবে; গণশুনানীতে হাজির হওয়ার জন্য তলবকৃত ব্যক্তিকে যুক্তিসংগত খরচও প্রদান করা যাইবে ।

(৩) গণশুনানীতে উপস্থিত হওয়ার জন্য তলবকৃত ব্যক্তি -

(ক) যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে, তাহার নোটিশে উল্লেখিত সময়ে ও স্থানে হাজির হইতে ব্যর্থ হইলে ;

(খ) যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে, কমিটির কোন প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করিলে বা উক্ত প্রশ্নের উত্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বা বিকৃত তথ্য বা বিবৃতি দিলে ইচ্ছাকৃতভাবে তদন্তধীন কোন বিষয়ের তথ্য গোপন করিলে, বা

(গ) তাহার দখলে থাকা কোন দলিল বা তথ্য কমিটির তলব মোতাবেক উপস্থাপন করিতে অস্বীকার করিলে বা যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে উপস্থাপনে ব্যর্থ হইলে,

তিনি কমিটির সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করার কারণে আদালত অবমাননার অপরাধ সংঘটনের দায়ে দোষী হইবেন, এবং তদনুসারে দন্ডনীয় হইবেন ।

(৪) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (৩) -এ উল্লেখিত কোন অপরাধ করিয়াছেন মর্মে কমিটি মনে করিলে কমিটি উহার সভাপতির দস্তখতে তস্মর্মে একটি প্রতিবেদন হাইকোর্ট বিভাগে প্রেরণ করিতে পারিবে ।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আদালত অবমাননার অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে কমিটির সভাপতি কর্তৃক দস্তখতকৃত বলিয়া আপাতঃ দৃষ্টে বিবেচিত (purported) প্রতিবেদনটি উক্ত কার্যধারায় -

(ক) সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে এবং, বিপরীত প্রমাণিত না হইলে, উহা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রমাণের প্রয়োজন হইবে না ; এবং

(খ) উহাতে বিধৃত ঘটনাবলী এবং তৎসম্পর্কে কমিটির সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তের সত্যতা নির্দেশক প্রাথমিক (primafacie) সাক্ষ্য হইবে ।

(৬) Contempt of Courts Act, 1926 (XII of 1926) এর অধীন আদালত অবমাননার বিচার যে পদ্ধতিতে হয় এবং উহার জন্য যে দন্ড আরোপ করা যায় সেই পদ্ধতিতে উপ-ধারা (৩) এ উল্লেখিত অবমাননার বিচার হাইকোর্ট বিভাগে অনুষ্ঠিত হইবে এবং উপরোক্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর উক্ত Act এ উল্লেখিত দন্ড আরোপ করা যাইবে ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
ক্রান্তিকালীন বিধান
অধিকার ও দায়দায়িত্ব স্থানান্তর

৮৯। Act XIII of 1885 এবং XVII of 1933 এর অধীন কতিপয় বিষয় কমিশনে ন্যস্ত

(১) এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে Telegraph Act, 1885 (XIII of 1885) এবং Wireless Telegraphy Act, 1933 (XVII of 1933) এর অধীনে সরকার যদি এমন কোন লাইসেন্স চুক্তি সম্পাদন করিয়া থাকে বা এমন লাইসেন্স, সনদ বা পারমিট ইস্যু করিয়া থাকে যাহা ইস্যু করার ব্যাপারে এই আইন দ্বারা কমিশনকে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে, তাহা হইলে-

(ক) উক্ত লাইসেন্স, সনদ বা পারমিট, ধারা ৯০ এর বিধান সাপেক্ষে, এইরূপে বলবৎ থাকিবে যেন উহা কমিশন কর্তৃক ইস্যু করা হইয়াছে ;

(খ) উক্ত লাইসেন্স-চুক্তি, ধারা ৯০ এর বিধান সাপেক্ষে, এইরূপে বলবৎ থাকিবে যেন উহা কমিশনের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে ;

(গ) উক্ত লাইসেন্স বা লাইসেন্স চুক্তি বা সনদ বা পারমিটের ব্যাপারে কোন আদেশ, নির্দেশ, নির্দেশনা, অনুমতি বা সম্মতি প্রদান করা হইয়া থাকিলে, উহা এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, এইরূপে বলবৎ থাকিবে যেন উক্ত আদেশ, নির্দেশ, নির্দেশনা, অনুমতি বা সম্মতি কমিশন কর্তৃক এই আইনের অধীন প্রদত্ত হইয়াছে ;

(ঘ) উক্ত লাইসেন্স বা লাইসেন্স চুক্তি বা সনদ বা পারমিটের ব্যাপারে সরকার কর্তৃক বা সরকারের বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী মামলা সূচিত হইয়া থাকিলে উক্ত মামলায় সরকারের পরিবর্তে কমিশনের নাম প্রতিস্থাপিত বলিয়া গণ্য হইবে ।

৯০। বিদ্যমান লাইসেন্স ও অন্যান্য কর্তৃত্ব সীমিত মেয়াদে অব্যাহত

(১) কোন ব্যক্তি যদি, এই আইন প্রবর্তনের সময়, কোন বেতার যন্ত্রপাতি বা টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ বা উহা পরিচালনা বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য কোন লাইসেন্স, লাইসেন্স চুক্তি, কারিগরী গ্রহণযোগ্যতা সনদ বা পারমিট, অতঃপর এই ধারায় উক্ত দলিল বলিয়া উল্লেখিত অনুযায়ী অধিকারী হন, তাহা হইলে, উক্ত দলিলে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুন না কেন , তিনি উপ-ধারা (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, এই আইন প্রবর্তনের তারিখ হইতে অনধিক ১২ (বার) মাস পর্যন্ত উক্ত দলিলে অনুমোদিত কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবেন এবং তিনি উক্ত দলিল এই আইনের অধীন ধারণ করিতেছেন বলিয়া গণ্য হইবে ।

(২) উক্ত দলিলের ধারক, উক্ত দলিলের অধীন কার্যাবলী অব্যাহত রাখিতে চাহিলে, এই আইন প্রবর্তনের পর তবে তিন মাসের মধ্যে বা উক্ত দলিলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে, যাহা আগে হয়, তাহার দলিল সম্পর্কে উপ-ধারা (৩) এর অধীন কমিশনের আদেশ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে উক্ত দলিলের মুল কপি এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাদিসহ কমিশনের নিকট আবেদন করিবেন।

(৩) উক্ত দলিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি পরীক্ষার পর কমিশন যদি সন্তুষ্ট হয় যে, উহা ইস্যুকরণ বা সম্পাদনের সময় বলবৎ আইন, বিধি বা প্রবিধান অনুসারে যথাযথভাবে ইস্যু বা সম্পাদন করা হইয়াছিল, এবং উহার কোন শর্ত বা বিষয়বস্তু এই আইনের কোন বিধানের সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে, তাহা হইলে, উক্ত আবেদন প্রাপ্তির ৯ (নয়) মাসের মধ্যে কমিশন-

(ক) এই মর্মে একটি আদেশ জারী করিবে যে, উক্ত দলিলের ধারক এই আইনের অধীনে প্রদেয় ক্ষেত্রমত লাইসেন্স, সনদ, বা পারমিটের ধারক ; এবং এতদুদ্দেশ্যে লাইসেন্স চুক্তি একটি লাইসেন্স গণ্য হইবে ;

(খ) উক্ত দলিলের কোন শর্ত বা বিষয় এই আইনের সহিত অসংগতিপূর্ণ বা উহাতে কোন নতুন শর্ত বা বিষয় সংযোজনের প্রয়োজন বলিয়া মনে করিলে, উহাতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিতে পারিবে এবং এই সংশোধন সাপেক্ষে, উক্ত দলিল বলবৎ থাকিবে ; এইরূপ ক্ষেত্রে কমিশন সংশোধনের বিষয়টি উক্ত আদেশে বা পরবর্তী কোন আদেশে উল্লেখ করিবে ।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে দাখিলকৃত আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উহার অধীনে অনুমোদিত কর্মকান্ড চালানো যাইবে ।

(৫) উক্ত দলিল সম্পর্কে এই ধারা অনুযায়ী আবেদন না করা হইলে বা কোন আবেদনের বৈধতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হইলে কমিশন সংশ্লিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক এই মর্মে একটি আদেশ জারী করিবে যে, আদেশে উল্লেখিত তারিখ হইতে উক্ত দলিল আর কার্যকর থাকিবে না ।

(৬) এই ধারার অধীনে উক্ত দলিল সম্পর্কে কমিশন কর্তৃক জারীকৃত আদেশ বা উক্ত দলিলের কোন শর্ত বা কোন বিষয়ে কৃত কোন সংশোধন এর বৈধতা বা যথার্থতা সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না ।

৯১ । আইন প্রবর্তনের পূর্বে বরাদ্দকৃত বেতার ফ্রিকোয়েন্সি সীমিত মেয়াদে অব্যাহত

(১) এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে কোন ব্যক্তি কোন বেতার ফিকোয়েন্সি বৈধভাবে ব্যবহারের অধিকারী হইয়া থাকিলে তিনি এই আইন প্রবর্তনের পর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে উক্ত ফিকোয়েন্সি বরাদ্দের জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করিবেন ; এবং কমিশন, উক্ত আবেদন পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশের জন্য, স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে ।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত সকল আবেদন এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি বিবেচনাক্রমে উক্ত কমিটি আবেদনকারীর বরাবরে পূর্বের বরাদ্দকৃত বেতার ফ্রিকোয়েন্সি বা উহার বিবেচনামত যথাযথ অন্য কোন বেতার ফ্রিকোয়েন্সি বা পূর্বের তুলনায় সীমিত বা বর্ধিত ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দের জন্য বা অন্য কোন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনের নিকট সুপারিশ করিবে এবং কমিশন তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ।

(৩) কমিশন এই ধারার অধীন প্রাপ্ত সকল আবেদন এই আইন প্রবর্তনের অনধিক ১২ (বার) মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে ; এবং এইরূপ আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত আবেদনকারীগণ পূর্বের বরাদ্দকৃত বেতার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করিতে করিবেন, যদি না অন্য কোন কারণে কমিশন উহা বাতিল বা পরিবর্তন করে ।

৯২ । আইন প্রবর্তন-পূর্ব ট্যারিফ অনুমোদন

এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান সকল ট্যারিফ, কল-চার্জ, এবং অন্যান্য চার্জ, উক্ত প্রবর্তনের পর এই আইনের অধীনে পরিবর্তীত না হওয়া পর্যন্ত, এইরূপে কার্যকর থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীনে নির্ধারিত হইয়াছে।

৯৩ । বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড লাইসেন্সধারী বলিয়া গণ্য

এই আইনের অন্যান্য বিধানে বা Telegraph and Telephone Board Ordinance, 1979 (XII of 1976) - এ ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন প্রবর্তনের সংগে সংগে উক্ত অর্ডিন্যান্সের অধীন স্থাপিত বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি) পরিচালনকারীর মর্যাদা লাভ করিবে এবং এই আইনের অধীনে অন্যান্য পরিচালনকারীর ক্ষেত্রে যে শর্তাবলী প্রযোজ্য হয় উক্ত বোর্ডের ক্ষেত্রেও উক্ত শর্তাবলী যতদূর সম্ভব অনুরূপভাবে প্রযোজ্য হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন প্রবর্তনের ১ (এক) বৎসরের মধ্যে বিটিটিবি একজন পরিচালনকারী হিসাবে লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য দরখাস্ত করিবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, বিটিটিবি তৎসম্পর্কিত ব্যবস্থাদি চূড়ান্তভাবে পুনর্গঠিত না হওয়া পর্যন্ত, তবে অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের জন্য, উহার প্রদত্ত সেবা বাবদ প্রযোজ্য ট্যারিফ, কল-চার্জ, অন্যান্য চার্জ, এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে যেভাবে প্রযোজ্য ছিল সেই ভাবে প্রয়োগ করিতে পারিবে ।

চতুর্দশ অধ্যায়
বিবিধ

৯৪ । জনসেবক

কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কমিশনার, কর্মকর্তা ও কর্মচারী, পরামর্শক এবং কমিশনের ক্ষমতা প্রয়োগের বা দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য কমিশনের নিকট হইতে লিখিতভাবে ক্ষমতা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি **Penal Code (Act XLV 1860)** এর **section 21** এ বর্ণিত অর্থে Public Servant বা জনসেবক বলিয়া গণ্য হইবেন ।

৯৫ । দায় মুক্তি

এই আইন বা তদধীন প্রণীত প্রবিধান বা প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশ প্রদানের জন্য বা উহার অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত বা কৃত বলিয়া আপাতঃ দৃষ্টে বিবেচনা করা যায় এমন কিছুর কারণে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তিনি মন্ত্রী বা সরকারের কোন কর্মচারী অথবা কমিশনের চেয়ারম্যান বা অন্য কোন কমিশনার বা কর্মকর্তা ও কর্মচারী বা পরামর্শকের বিরুদ্ধে কোন ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করিতে পারিবেন না ।

৯৬ । বেতার যন্ত্রপাতি, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি অধিগ্রহণ

(১) সরকার জনস্বার্থে কোন বেতার যন্ত্রপাতি, বা উহা ব্যবহারের স্থান, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এবং উহাদিগকে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু দখলে নিয়া যে কোন মেয়াদে উক্ত দখল অব্যাহত রাখিতে এবং উক্ত মেয়াদে যন্ত্রপাতি বা ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট পরিচালনকারীকে ও তাহার কর্মচারীগণকে সার্বক্ষণিক ভাবে বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োজিত রাখিতে পারিবে ।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দখল গৃহীত বেতার যন্ত্রপাতি বা টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মালিক বা নিয়ন্ত্রক তাহার দখল সরকারের অনুকূলে পরিত্যাগ করিবেন এবং উক্ত উপ-ধারায় উল্লেখিত পরিচালনকারী ও কর্মচারীগণ বিশ্বস্ততা ও যথাযথ যত্ন সহকারে সরকারের যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্দেশমত কাজ করিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তার নির্দেশিত সংকেত, কল, বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণ করিবেন ।

(৩) এই ধারার অধীনে সরকার কর্তৃক দখল গৃহীত বেতার যন্ত্রপাতি, বা টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মালিক বা নিয়ন্ত্রককে সরকার যথাযথ ক্ষতিপুরণ দিবে, এবং প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে উভয়পক্ষ এক মত না হইলে সরকার বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য আদালতে প্রেরণ করিবে এবং জেলাজজ নিজে বা তাহার অধীনস্হ কোন অতিরিক্ত জেলাজজের দ্বারা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা কারিতে পারিবেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত বিচারক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি এবং বিধির অবর্তমানে তাহার বিবেচনামত উপযুক্ত যে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবেন এবং এতদবিষয়ে তাহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে ।

৯৭ । জরুরী পরিস্থিতিতে সরকারের অগ্রাধিকার

(১) যুদ্ধ চলাকালে বা কোন বিদেশী শক্তি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করিলে বা আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বা নৈরাজ্য দেখা দিলে বা অন্য কোন কারণে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বা অন্যান্য জরুরী রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন দেখা দিলে, যে কোন বেতার যন্ত্রপাতি বা টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন পরিচালনকারী বা অন্য যে কোন ব্যবহারকারীর তুলনায় সরকারের অগ্রাধিকার থাকিবে ।

(২) রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিলে, সরকার এই আইনের অধীন প্রদত্ত বা ইস্যুকৃত সকল বা যে কোন সনদ আদেশ বা লাইসেন্সের কার্যকারিতা স্থগিত বা উহা সংশোধন করিতে পারে , অথবা সরকারের বিবেচনামত প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য যে কোন পরিচালনকারীর কাজকর্ম বা তৎকর্তৃক প্রদত্ত সেবা প্রদান স্থগিত করিতে পারিবে, তবে এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার সংশ্লিষ্ট পরিচালনকারীকে তাহার ক্ষতিগ্রস্ত সেবা প্রদান কাজ-কর্ম বা সংশ্লিষ্ট স্থাপনার বিপরীতে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করিবে ।

৯৮ । বিধি প্রণয়নে সরকারের ক্ষমতা

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে ।

৯৯ । প্রবিধান প্রণয়নে কমিশনের ক্ষমতা

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন ও সরকার প্রণীত বিধির সহিত সংগতিপূর্ণ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে ।

(২) প্রবিধান সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কমিশন উক্ত প্রবিধানের অনুলিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে এবং মন্ত্রণালয় উক্ত প্রবিধান এই আইন ও বিধির সহিত সংগতিপূর্ণ কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধনের নির্দেশ দিতে পারিবে ; এবং কমিশন তদনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ।

১০০ । প্রকল্পের বিলুপ্তি ইত্যাদি

আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন বা কোন চুক্তি বা অন্য কোন দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন "বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরী কমিশন (বিটিআরসি) স্থাপন" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প বা কমিশন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে সরকার কর্তৃক গৃহীত অন্য কোন প্রকল্প, অতঃপর উক্ত প্রকল্প বলিয়া উল্লেখিত, -

(ক) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে বিলুপ্ত হইবে ; এবং

(খ) বিলুপ্তির সংগে সংগে উক্ত প্রকল্পের আওতাধীন সরকারের সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা এবং সুবিধাদি কমিশনে ন্যস্ত হইবে ; এবং

(গ) উক্ত প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত বেতন, ভাতা ও অন্যান্য শর্তাধীনে কমিশনের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী প্রকল্প বিলুপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কমিশনের চাকুরীতে না থাকিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিলে তিনি উক্তরূপ ইচ্ছা ব্যক্ত করিবার তারিখ হইতে কমিশনের চাকুরীতে নিয়োজিত বলিয়া গণ্য হইবেন না ।

১০১ । জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতা

কমিশনের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে এই আইনের বিধানে অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার, অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া গেজেট বিজ্ঞপ্তির দ্বারা উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদান করতঃ কমিশনের করণীয় বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিতে পারিবে ।

১০২ । আইনের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ

এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিবে, এবং এই অনুবাদ অনুমোদিত ইংরেজী পাঠরূপে গণ্য হইবে, তবে এই আইন ও উক্ত পাঠের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে এই আইন কার্যকর হইবে ।

কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ
সচিব